ই-অগ্রণী দর্পণ

অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড
Agrani Bank Limited
Committed to serving the nation

www.agranibank.org

পরিচালনা পর্ষদ

ড. জায়েদ বখ্‌ত
চেয়ারম্যান

কাশেম হুমায়ূন
পরিচালক

ড. মো. ফরজ আলী
পরিচালক

কেএমএন মঞ্জুরুল হক লাবলু
পরিচালক

খোন্দকার ফজলে রশিদ
পরিচালক

তানজিনা ইসমাইল
পরিচালক

মোহম্মদ শামস্-উল ইসলাম
ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং সিইও

ই-অগ্রণী দর্পণ

প্রধান উপদেষ্টা

মোহম্মদ শামস্-উল ইসলাম
ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং সিইও

উপদেষ্টামন্ডলী

মো. আনিসুর রহমান
উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক

মো. রফিকুল ইসলাম
উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক

মো. ওয়ালি উল্লাহ
উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক

মো. আবদুস সালাম মোল্যা
উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (অবসর ৩০.১.'২১)

প্রধান সম্পাদক

সুকান্তি বিকাশ সান্যাল
চেয়ারম্যান (মহাব্যবস্থাপক/অব.)
অগ্রণী ব্যাংকের ইতিহাস প্রণয়ন ও আরকাইভস গঠন টিম

উপ-প্রধান সম্পাদক

হোসাইন ঈমান আকন্দ
মহাব্যবস্থাপক (ক্যামেলকো)

ব্যবস্থাপনা সম্পাদক

জাকির হোসেন
উপ-মহাব্যবস্থাপক
পাবলিক রিলেশনস ডিভিশন

সম্পাদক

আল আমিন বিন হাসিম
সদস্য সচিব
অগ্রণী ব্যাংকের ইতিহাস প্রণয়ন ও আরকাইভস গঠন টিম

সহকারি সম্পাদক

মো. সাকায়েত উল্যাহ
প্রিন্সিপাল অফিসার

মো. মাহমুদুল হক
প্রিন্সিপাল অফিসার

ফাত্তাহ তানভীর মো. ফয়সাল
প্রিন্সিপাল অফিসার

ইসরাত ইরিন
সিনিয়র অফিসার

খন্দকার মফিজুল ইসলাম
সিনিয়র অফিসার

মো. সোহান মন্ডল
প্রিন্সিপাল অফিসার

মোহাম্মদ শাকির হোসেন খান
প্রিন্সিপাল অফিসার

নিলয় মল্লিক
সিনিয়র অফিসার

পারভীন আক্তার
সিনিয়র অফিসার

এস এম আল-আমিন
অফিসার (ক্যাশ)

প্রকাশনায় : স্পেশাল স্টাডি সেল, পাবলিক রিলেশনস ডিভিশন, অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড, প্রধান কার্যালয়, ২৫/এ দিলকুশা (আলামিন সেন্টার, ফ্লোর ১৩) ঢাকা
ফোন +৮৮ ০২-৯৫১৫২৮৫, ssc@agranibank.org, www.eagranidarpon.org

সূচিপত্র

সম্পাদকীয়	০৫
অগ্রণী পরিক্রমা	০৬
এপিএ-তে অগ্রণী ব্যাংকের প্রথম স্থান অর্জন	০৬
আইসিএমএবি বেস্ট কর্পোরেট অ্যাওয়ার্ড পেল অগ্রণী ব্যাংক	০৭
অগ্রণী ব্যাংকে বঙ্গবন্ধুর জন্মবার্ষিকী উদযাপন	০৭
স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদযাপন: সব সূচকে প্রথম হওয়ার প্রত্যয় অগ্রণী ব্যাংক এমডি'র	০৮
বাংলা ভাষায় ওয়েবসাইট চালু করল অগ্রণী ব্যাংক	০৯
ভাষা শহীদদের প্রতি অগ্রণী ব্যাংকের শ্রদ্ধা	১০
করোনার টিকা নিলেন অগ্রণী'র চেয়ারম্যান ও এমডি	১০
অগ্রণী ব্যাংকে বিশ্ব নারী দিবস পালিত	১১
সিএমএসএমই খাতে অগ্রণী ব্যাংকের প্রণোদনা ঋণ প্রদান	১১
অগ্রণী ব্যাংক কর্মকর্তা শেখ মওদুদ আহমদ হত্যার বিচার দাবিতে মানববন্ধন	১২
আনোয়ারায় ও ফকিরহাটে অগ্রণী'র এজেন্ট ব্যাংকিং উদ্বোধন	১২
রাজনগর উপজেলায় অগ্রণী দুয়ার ব্যাংকিং আয়োজিত মেডিকেল ক্যাম্প সেবা	১৩
সিঙ্গাপুরে অগ্রণী এক্সচেঞ্জ হাউজে বঙ্গবন্ধু কর্নার স্থাপন	১৩
অগ্রণী ব্যাংক ও বসুন্ধরা গ্রুপ কর্তৃপক্ষের দ্বিপক্ষীয় বৈঠক	১৪
বিশেষ প্রতিবেদন	১৫
ওপারে ভালো থাকুন শ্রদ্ধাভাজন অভিভাবক এইচ টি ইমাম	১৫
সভা ও সম্মেলন	১৭
অগ্রণী ইক্যুইটি অ্যান্ড ইনভেস্টমেন্টের বোর্ড সভা	১৭
অগ্রণী ব্যাংকের ব্যবসায়িক ফলাফল পর্যালোচনা সভা	১৭
অগ্রণী ব্যাংকের জোনাল হেড কনফারেন্স	১৮
অগ্রণী এক্সচেঞ্জ হাউজ সিঙ্গাপুরের বোর্ড সভা	১৮
পদোন্নতি	১৯
অগ্রণীর ডিএমডি মো. আনিসুর রহমান বেসিক ব্যাংকের নতুন এমডি	১৯
মহাব্যবস্থাপক পদে ৩ জনের পদোন্নতি	১৯
এবিটিআই এর নতুন পরিচালক	১৯
ট্রেনিং ও কর্মশালা	২০
এবিটিআই আয়োজিত ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড পেমেন্ট এন্ড ফাইন্যান্সিং কর্মশালা	২০
অগ্রণী ব্যাংকে সরকারি কর্মচারী গৃহনির্মাণ ঋণ প্রদান কর্মশালা	২০
এবিটিআই-তে ICRRS শীর্ষক প্রশিক্ষণ ওয়েবিনার	২১
চুক্তিসমূহ	২১
অগ্রণী ব্যাংক এবং জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো এর মধ্যে চুক্তি	২১
অগ্রণী ব্যাংক ও প্রাণ ডেইরি-র মধ্যে চুক্তি	২২
শোক সংবাদ	২৩
অগ্রণী ব্যাংকের সাবেক চেয়ারম্যান এইচ টি ইমাম: এক কর্মবীরের প্রস্থান	২৩
অগ্রণী ব্যাংকের সাবেক এমডি খোন্দকার ইব্রাহিম খালেদ: ব্যাংকিং জগতের উজ্জ্বল নক্ষত্রের জীবনাবসান	২৪
অগ্রণী ব্যাংকের লোগো ডিজাইনার শিল্পী কামাল আহমেদ পরলোকগমনে	২৫
প্রাক্তন মহাব্যবস্থাপক নাজির উদ্দিন আহমেদ এর ইন্তেকাল	২৬
জানুয়ারি-মার্চ কোয়ার্টারে আমরা যাদেরকে হারিয়েছি	২৭
সাহিত্য ও সংস্কৃতি	২৭
কবিতা- চির অম্লান মুজিব	২৭
স্মৃতির আরকাইভস	২৮
স্মৃতিময় অগ্রণী ব্যাংক আরকাইভস থেকে	২৮
ফটো গ্যালারি	২৯

সম্পাদকীয়

স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছরে এসে বাংলাদেশের সর্বজয়ী অগ্রযাত্রার প্রশংসা এখন সারা বিশ্ব জুড়ে। বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতি এবং ক্রমাগত সাফল্যের প্রশংসা করছে জাতিসংঘ সহ বিশ্ব নেতৃবৃন্দ। বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী এবং স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীতে বিশ্ববাসী জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জীবন-সংগ্রামের অবর্ণনীয় ত্যাগ ও দক্ষতার কথা তুলে ধরার পাশাপাশি প্রশংসা করছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বের। বিশ্ববোদ্ধারা চমৎকার শব্দ ও ভাষায় বাংলাদেশকে অভিসিক্ত করছেন- উদীয়মান সূর্য, প্লিজেন্ট সারপ্রাইজ, উন্নয়ন বিস্ময়, অর্থনৈতিক ও সামাজিক রূপান্তরে বিশ্বের রোল মডেল এমনসব মর্যাদাপূর্ণ বিশেষণে।

স্বাধীনতার ঊষালগ্নে মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী হেনরি কিসিঞ্জার বাংলাদেশকে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করে তলাবিহীন ঝুড়ি বলেছিলেন। যুক্তরাষ্ট্রের পরবর্তী প্রজন্ম এবং বর্তমান নেতৃত্ব এখন প্রকাশ্যে স্বীকার করেন যে, বাংলাদেশ আজ বিশ্বে উন্নয়নের রোল মডেল। আরও মজার বিষয় এই যে, যুক্তরাষ্ট্রের এক খ্যাতিমান সাংবাদিক নিকোলাস ক্রিস্টোফ বিখ্যাত নিউইয়র্ক টাইমস পত্রিকায় তার কলামে প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনকে পরামর্শ দিয়েছেন তিনি যেন তার দেশের দারিদ্র বিমোচনে বাংলাদেশের সাফল্যের দিকে তাকান এবং তা অনুসরণ করেন।

১৯৭১ এর যুদ্ধবিদ্ধস্ত ও পরিত্যাক্ত একটি অতি জনবহুল দেশ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে অত্যন্ত অল্প সময়ের ব্যবধানে প্রবৃদ্ধি ও অগ্রগতি অর্জন করেছিল যা এসব পশ্চিমা মহল তুলে ধরেনি, এড়িয়ে গেছে, এমনকি উল্টো প্রচার করেছে। কিন্তু বাংলাদেশ এখন পৃথিবীর সকল দেশের মানুষের জন্য একটি নিরাপদ ও বন্ধু-দেশ; বিনিয়োগ বান্ধব তথা সামাজিক ও অর্থনৈতিকভাবে আদর্শনীয় দেশ। বাংলাদেশ উন্নয়নশীল মধ্যম আয়ের দেশ হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেছে এবং ২০৩১ সালের মধ্যে একটি উচ্চ মধ্যম আয়ের দেশ হয়ে ২০৪১ সালের মধ্যে উচ্চ আয় সম্পন্ন উন্নত দেশ হিসেবে আত্মপ্রকাশের দিকে দৃপ্তপদে এগিয়ে যাচ্ছে।

অগ্রণী ব্যাংক করোনার প্রকোপকে সামাল দিয়ে যথাযোগ্য মর্যাদায় মুজিব জন্মশতবর্ষ ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী পালন করছে। ব্যাংকের প্রাজ্ঞ চেয়ারম্যান ড. জায়েদ বখ্‌ত -এর নেতৃত্বে পরিচালনা পর্ষদ ও বঙ্গবন্ধু কর্নারের উদ্ভাবক ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং সিইও মোহম্মদ শামস্-উল ইসলাম জাতির পিতার প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের বহুরৈখিক কর্মসূচি গ্রহণ করেছেন। আলোচনা, ঋণ আদায়, দুঃস্থদের মাঝে খাবার বিতরণ, বৃক্ষরোপণ, বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে ডকুমেন্টারি ও ভিডিও ক্লিপস প্রদর্শন, বর্ণিল আলোকসজ্জার আয়োজন করা হয়। স্বাধীনতা দিবসের তাৎপর্য নিয়ে ২৬ মার্চ ৩ হাজার কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের নিয়ে জুম ওয়েবিনারে আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। ২১ ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসে ব্যাংকের নির্বাহী, অফিসার ও কর্মচারীদের সংগঠনকে সাথে নিয়ে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে শ্রদ্ধা জানান ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং সিইও মোহম্মদ শামস্-উল ইসলাম। মহান ভাষা শহীদদের স্মরণে ইংরেজির পাশাপাশি বাংলা ভাষাতেও অগ্রণী ব্যাংকের ওয়েবসাইট চালু করা হয়েছে। আন্তর্জাতিক নারী দিবসে অগ্রণী ব্যাংকের নারী সদস্যদের উদ্যোগে এবং ব্যাংক কর্তৃপক্ষের আয়োজনে জুম ওয়েবিনারে এক ভার্চুয়াল আলোচনা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

সরকারের অর্থ মন্ত্রণালয়ের আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের ২০২০-'২১ ভিত্তিক বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) মূল্যায়নে অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড প্রথম স্থান অর্জন করেছে। রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক ক্যাটাগরিতে ইনস্টিটিউট অব কস্ট অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট অ্যাকাউন্ট্যান্টস অব বাংলাদেশ (আইসিএমএবি) বেস্ট কর্পোরেট অ্যাওয়ার্ড-২০১৯ এর সিলভার অ্যাওয়ার্ড অর্জন করেছে অগ্রণী ব্যাংক। এই সাফল্য অর্জনের জন্য সম্মানীত পর্ষদ ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং সিইও সহ সকল অগ্রণীয়ানকে জানাই প্রাণঢালা অভিনন্দন।

জানুয়ারি-মার্চ কোয়ার্টারে বিভিন্ন ব্যাধি এবং দুর্ঘটনায় ইহকাল ত্যাগ করেছেন ১১ জন অগ্রণীয়ান। এছাড়াও অগ্রণী ব্যাংকের প্রাক্তন চেয়ারম্যান এইচ টি ইমাম ৩ মার্চ, সাবেক ব্যবস্থাপনা পরিচালক খোন্দকার ইব্রাহিম খালেদ ২৪ ফেব্রুয়ারি, প্রাক্তন মহাব্যবস্থাপক নাজির উদ্দিন আহমেদ ১৭ জানুয়ারি ইন্তেকাল করেন। সিলেট হরিপুর গ্যাস ফিল্ড শাখার কর্মকর্তা মওদুদ আহমেদ কতিপয় দুস্কৃতিকারীর হামলায় আহত হয়ে ২০ ফেব্রুয়ারি ইন্তেকাল করেছেন। প্রয়াত সকলের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করছি। জানুয়ারি-মার্চ সংখ্যায় যাদের লেখা রয়েছে এবং যারা সহযোগীতা করেছেন তাদেরকে অন্তরের ধন্যবাদ।

অগ্রণী পরিক্রমা

এপিএ-তে অগ্রণী ব্যাংকের প্রথম স্থান অর্জন

দেশের বাণিজ্যিক ব্যাংক সমূহের মধ্যে এপিএ-তে প্রথম স্থান অর্জনকারী অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড এর এমডি এবং সিইও মোহম্মদ শামস্-উল ইসলাম ক্রেস্ট গ্রহণ করছেন আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের সিনিয়র সচিব মো. আসাদুল ইসলামের কাছ থেকে।

Financial Institutions Division
Ministry of Finance

Certificate of Appreciation

This certificate is awarded to

Agrani Bank Limited

for getting 1st position obtaining 78.69 marks out of 100 regarding yearly evaluation of Annual Performance Agreement (APA) 2019-20 FY.

(A.B.M Ruhul Azad)
Additional Secretary &
APA Team Leader

(Md. Ashadul Islam)
Senior Secretary

সার্টিফিকেট

Financial Institutions Division
Ministry of Finance

Appreciation for

1st Position

This Crest is awarded to

Agrani Bank Limited

regarding yearly Evaluation of
Annual Performance Agreement (APA)
2019-20 FY

ক্রেস্ট

সরকারের অর্থ মন্ত্রণালয়ের আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) মূল্যায়নে অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড প্রথম স্থান অর্জন করেছে। ৯ মার্চ অর্থ মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে ২০২০-’২১ সংক্রান্ত মার্চ-২০২১ ভিত্তিক নবম মাসিক সভায় আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের সিনিয়র সচিব মো. আসাদুল ইসলাম ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং সিইও মোহম্মদ শামস্-উল ইসলামের হাতে প্রথম স্থান অর্জনের সম্মাননা ক্রেস্ট ও সার্টিফিকেট তুলে দেন। রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংক সমূহের মধ্যে ‘প্রথম স্থান’ অর্জনে ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং সিইও ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদসহ ১৩ হাজার নির্বাহী, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদেরকে ধন্যবাদ জানিয়ে ভবিষ্যতে অগ্রণীর অগ্রযাত্রা অব্যাহত থাকবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন। এসময় অর্থ মন্ত্রণালয় ও ব্যাংকের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন। উল্লেখ ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের বার্ষিক কর্ম সম্পাদন চুক্তি (এপিএ)-এর পরীক্ষণ ও মূল্যায়নেও অগ্রণী ব্যাংক ‘প্রথম স্থান’ অর্জন করে।

আইসিএমএবি বেস্ট কর্পোরেট অ্যাওয়ার্ড পেল অগ্রণী ব্যাংক

রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক ক্যাটাগরিতে ইনস্টিটিউট অব কষ্ট অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট অ্যাকাউন্ট্যান্টস অব বাংলাদেশ (আইসিএমএবি) বেস্ট কর্পোরেট অ্যাওয়ার্ড-২০১৯ এর সিলভার অ্যাওয়ার্ড অর্জন করেছে অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড।

বাণিজ্যমন্ত্রী টিপু মুনশী, এমপি'র কাছ থেকে ক্রেস্ট গ্রহণ করছেন অগ্রণী ব্যাংকের এমডি এবং সিইও মোহম্মদ শামস্-উল ইসলাম

রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক ক্যাটাগরিতে ইনস্টিটিউট অব কস্ট অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট অ্যাকাউন্ট্যান্টস অব বাংলাদেশ (আইসিএমএবি) বেস্ট কর্পোরেট অ্যাওয়ার্ড-২০১৯ এর সিলভার অ্যাওয়ার্ড অর্জন করেছে অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড। ২৫ ফেব্রুয়ারি হোটেল রেডিসনে এক অনুষ্ঠানে বাণিজ্যমন্ত্রী টিপু মুনশি, এমপি এর কাছ থেকে এ পুরস্কার গ্রহণ করেন ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং সিইও মোহম্মদ শামস্-উল ইসলাম। এ সময় বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সচিব ড. মো. জাফর উদ্দীন, বিএসইসি চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. শিবলী রুবাইয়াত-উল-ইসলাম, ব্যাংকের মহাব্যবস্থাপক মো. মনোয়ার হোসেন, এফসিএ প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

অগ্রণী ব্যাংকে বঙ্গবন্ধুর জন্মবার্ষিকী উদযাপন

বর্ণাঢ্য আয়োজনের মধ্য দিয়ে ১৭ মার্চ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর ১০১ তম জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস উদযাপন করা হয়েছে। এবারের জাতীয় শিশু দিবসের প্রতিপাদ্য ছিল- 'বঙ্গবন্ধুর জন্মদিন, শিশুর হৃদয় হোক রঙিন। অগ্রণী ব্যাংকও ওয়েবিনারে দিনব্যাপী বিশেষ অনুষ্ঠান মালার আয়োজন করে।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর ১০১ তম জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস উপলক্ষে ওয়েবিনারে আলোচনা

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদ চেয়ারম্যান ড. জায়েদ বখ্ত। ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং সিইও মোহম্মদ শামস্-উল ইসলামের সভাপতিতে এসময় উপস্থিত ছিলেন, পরিচালনা পর্ষদের পরিচালক কাসেম হুমায়ূন , কেএমএন মঞ্জুরুল হক লাবলু, তানজিনা ইসমাইল, উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালকত্রয় আনিসুর রহমান, রফিকুল ইসলাম, ওয়ালি উল্লাহ, মহাব্যবস্থাপকগণ, সার্কেল প্রধান, অঞ্চল প্রধান, কর্পোরেট শাখা প্রধান, শাখা ব্যবস্থাপক, অফিসার সমিতি, মুক্তিযোদ্ধা সন্তান কমান্ড এবং সিবিএ এর নেতৃবৃন্দ সহ কর্মকতা-কর্মচারীগণ। সভার বিশেষ আকর্ষণ ছিল তারাপদ বিশ্বাস যিনি রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমানে সোহওয়ার্দী উদ্যান) ৭ ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ স্টেজের নীচে বসে রেকর্ড করেছিলেন।

ড. জায়েদ বখ্ত তার বক্তব্যে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর অর্থনৈতিক দূরদৃষ্টির কথা তুলে ধরে বলেন রাষ্ট্রীয় ব্যাংক হিসেবে আমাদের লাভ বা মুনাফার কথা চিন্তা না করে রাষ্ট্রের স্বার্থে সরকারকে এবং সমাজকে সাহায্য করতে হবে।

কাসেম হুমায়ূন বলেন আগামী প্রজন্মকে বঙ্গবন্ধু সম্পর্কে সঠিক ইতিহাস জানতে হবে এবং বাস্তব জীবনে তাঁর আদর্শ ধারণ করতে হবে। কেএমএন মঞ্জুরুল হক লাবলু বলেন, বঙ্গবন্ধুর জীবনাদর্শ কাজে লাগাতে পারলে ব্যক্তিগত, সমাজ ও জাতীয় জীবনে উন্নয়ন ও সমৃদ্ধি অর্জন সম্ভব। তানজিনা ইসমাইল বলেন, চিন্তা, মনন ও কর্মে বঙ্গবন্ধুর আদর্শ ধারণ ও তা বাস্তবায়ন করতে পারলেই তাঁর আরাধ্য সোনার বাংলা প্রতিষ্ঠা সম্ভব। বঙ্গবন্ধু কর্নারের প্রতিষ্ঠাতা মোহম্মদ শামস্-উল ইসলাম জাতির পিতার প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধা জানিয়ে বলেন তার সুযোগ্য কন্যার বলিষ্ঠ নেতৃত্বে দেশ আজ উন্নয়নশীল দেশের স্বীকৃতি পেয়েছে। অগ্রণী ব্যাংকও এগিয়েছে অনেক দূর যা জাতির পিতা হয়তো এমনটাই চেয়েছিলেন। সে কারণে তিনি হাবিব ব্যাংকের পরিবর্তিত নাম রেখেছিলেন অগ্রণী ব্যাংক, যেন সবার অগ্রে তার স্থান হয়। দিনটি উপলক্ষে অগ্রণী ব্যাংক ভবনে বর্ণিল আলোকসজ্জা সহ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়।

স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদযাপন

সব সূচকে প্রথম হওয়ার প্রত্যয় অগ্রণী ব্যাংক এমডি'র

বাঙালির গৌরবের ২৬ মার্চ, মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস। সবুজ জমিনে রক্তিম সূর্যখচিত পতাকার ৫০ বছর। ১৯৭১ সালের এই দিনে বিশ্বের মানচিত্রে নতুন রাষ্ট্র হিসেবে আত্মপ্রকাশের ঘোষণা দিয়েছিল একটি ভূখন্ড, যার নাম বাংলাদেশ।

স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদযাপন উপলক্ষে ওয়েবিনারে আলোচনা সভা

'৭১ সালের ২৬ মার্চ স্বাধীন অস্তিত্ব নিয়ে রক্তাক্ত পথচলা শুরু বাংলাদেশের। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৭ মার্চের ভাষণে মন্ত্রমুগ্ধ বাঙালি ঝাঁপিয়ে পড়ে মুক্তির যুদ্ধে; ঘরে ঘরে গড়ে তোলে অপ্রতিরোধ্য দুর্গ। ৯ মাসের গণযুদ্ধের পর এসেছিল বিজয়। উড়িয়েছিল বিজয় নিশান। স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীর দিনটি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মের শতবছরও। এবার তাই উদযাপনেও যোগ হয়েছে ভিন্নমাত্রা। এর সঙ্গে আর একটি নতুন পালক যোগ হয়েছে স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণের জাতিসংঘের চূড়ান্ত সুপারিশ। লাল-সবুজ পতাকা হাতে তাই জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তানদের অভিবাদন জানিয়েছে জাতি। শ্রদ্ধা ও ভালোবাসায় স্মরণ করেছে স্বাধীনতার জন্য প্রাণোৎসর্গকারী বীর সন্তান, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, মুক্তিযুদ্ধের সংগঠক জাতীয় নেতা, গণহত্যায় প্রাণ দেয়া লাখো সাধারণ মানুষ ও ইজ্জত হারানো লাখো মা-বোনদের। মুজিব জন্মশতবর্ষ ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদযাপন উপলক্ষে আলোচনা সভা, ঋণ আদায়, দুঃস্থদের মাঝে খাবার বিতরণ, বৃক্ষরোপণ কর্মসূচী, বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে ডকুমেন্টারি ও ভিডিও ক্লিপস প্রদর্শন, বর্ণিল আলোকসজ্জা কর্মসূচীসহ ১০ দিনব্যাপী অনুষ্ঠানমালার আয়োজন করে অগ্রণী ব্যাংক। দিবসটির তাৎপর্য নিয়ে ২৬ মার্চ বিকেলে ৩ হাজার কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের নিয়ে জুম ওয়েবিনারে আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যান ড. জায়েদ বখ্‌ত। ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং সিইও (এমডি) মোহম্মদ শামস্-উল ইসলাম এর সভাপতিত্বে এসময় উপস্থিত ছিলেন পরিচালনা পর্ষদের সদস্য কাশেম হুমায়ূন, কেএমএন মঞ্জুরুল হক লাবলু, ড. ফরজ আলী, তানজিনা ইসমাইল, উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. আনিসুর রহমান, মো. রফিকুল ইসলাম, মো. ওয়ালি উল্লাহ।

ড. জায়েদ বখ্‌ত ৫০ বছরে বাংলাদেশের বিভিন্ন অর্জন তুলে ধরে অগ্রণী ব্যাংককে অগ্রে রাখার বিভিন্ন পরিকল্পনার কথা বলেন।

মোহম্মদ শামস্-উল ইসলাম অগ্রণীকে অগ্রে রাখার দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করে সকলকে তাদের নিজ নিজ কাজ সঠিকভাবে পালন ও ব্যাংকের সকল সূচকে প্রথম হবার জন্য আহবান জানান।

বাংলা ভাষায় ওয়েবসাইট চালু করল অগ্রণী ব্যাংক

১৯৫২ সালে বাঙালির ভাষা আন্দোলনকে মাতৃভাষার প্রতি মমত্ব ও মর্যাদা প্রদর্শনের বিশ্ব-স্বীকৃতি হিসেবে জাতিসংঘ কর্তৃক ২১ ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ঘোষণা করা হয়।

বাটন টিপে বাংলা ভাষায় অগ্রণী ব্যাংকের নতুন ওয়েবসাইট উদ্বোধন করছেন
ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং সিইও মোহম্মদ শামস্-উল ইসলাম

মহান একুশের ভাষা শহীদদের স্মরণ এবং আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসকে উপলক্ষ করে ইংরেজির পাশাপাশি বাংলা ভাষাতেও অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড এর ওয়েবসাইট চালু হয়েছে। ২ ফেব্রুয়ারি প্রধান কার্যালয়ে ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং সিইও মোহম্মদ শামস্-উল ইসলাম ওয়েবসাইটটির বাংলা সংস্করণ উদ্বোধন করেন। রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর মধ্যে অগ্রণী ব্যাংকই সর্ব প্রথম বাংলায় ওয়েবসাইট উদ্বোধন করলো।

উদ্বোধনী বক্তব্যে মোহম্মদ শামস্-উল ইসলাম বলেন, বাংলাদেশ সহ বিশ্বমানবের চেতনায় আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের মর্মার্থ প্রতিনিয়ত গভীরতর হচ্ছে। ১৯৫২ সালে বাঙালির ভাষা আন্দোলনকে মাতৃ ভাষার প্রতি মমত্ব ও মর্যাদা প্রদর্শনের বিশ্ব-স্বীকৃতি হিসেবে জাতিসংঘ কর্তৃক ২১ ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ঘোষণা করা হয়। তিনি আরো বলেন, মাতৃভাষাকে শ্রদ্ধা জানাতে মহান ভাষা শহীদের মাস ফেব্রুয়ারিতে বাংলা ভাষায় অগ্রণী ব্যাংকের ওয়েবসাইট চালু করা আমাদের জন্য গৌরবের এবং আনন্দের। অনুষ্ঠানে উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. আনিসুর রহমান, মো. ওয়ালি উল্লাহ, মহাব্যবস্থাপক মো. মনোয়ার হোসেন (সিএফও) , মুহাম্মদ মাহমুদ হাসান (সিআইটিও), মো. আখতারুল আলম, হোসাইন ঈমান আকন্দ, আইটি এন্ড এমআইএস ডিভিশনের উপ-মহাব্যবস্থাপক আফজাল হোসেন সহ উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

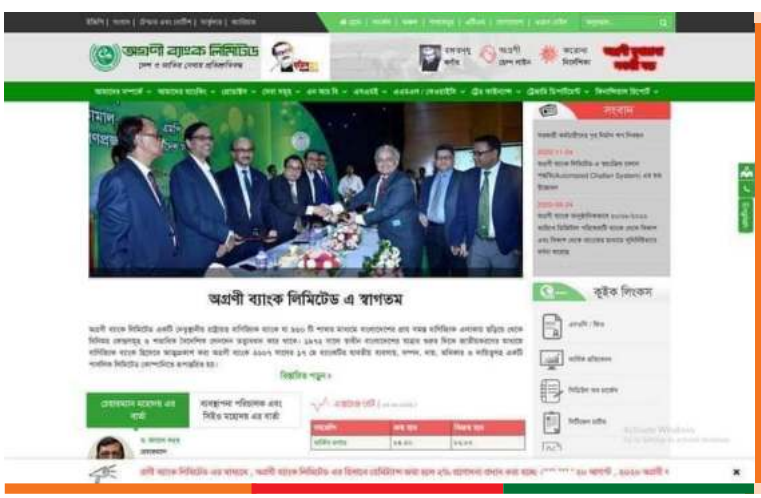

এখন থেকে www.agranibank.org এই ওয়েবসাইট ইংরেজি ভার্সনের পাশাপাশি বাংলা ভাষাতেও চালু হওয়ায় দেশের ও প্রবাসের বাংলাদেশীরা অগ্রণী ব্যাংকের সকল প্রয়োজনীয় তথ্য আরও সহজে জানতে পারবেন।

অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেডের বাংলা ভাষায় ওয়েবসাইট এর একটি পিকচারিক ভিউ

ভাষা শহীদদের প্রতি অগ্রণী ব্যাংকের শ্রদ্ধা

একুশে ফেব্রুয়ারি কেবল ভাষার অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য আত্মত্যাগের দিনই নয়, বাঙালির জাতিসত্তা, স্বকীয়তা আর সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র রক্ষার মহান আন্দোলনের রক্তে লেখা স্মারক। বাঙালির ইতিহাসের অবিস্মরণীয় এই দিনটি ইউনিস্কোর সিদ্ধান্তক্রমে এখন আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে সারা বিশ্বে পালিত হচ্ছে। করোনা জনিত মহামারির বাস্তবতায় ভিন্ন এক প্রেক্ষাপটে ২১ ফেব্রুয়ারি দিবসটি ভাব গাম্ভীর্যের মধ্য দিয়ে পালিত হয়েছে। যাদের আত্মত্যাগের বিনিময়ে বাঙালি পেয়েছিল ভাষার অধিকার, একুশের প্রথম প্রহরে সেসব শহীদের প্রতি ফুলেল শ্রদ্ধায় ভরে ওঠে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার। মানুষের শ্রদ্ধা ও ভালোবাসায় সিক্ত হয় স্মৃতির মিনার। খালি পায়ে শহীদ মিনারমুখী প্রভাতফেরিতে অংশ নেওয়া মানুষের কণ্ঠে ছিল বিষাদমাখা চিরচেনা আবদুল গাফফার চৌধুরি রচিত এবং শহীদ আলতাফ মাহমুদ সুরচিত সেই গান- 'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি/ আমি কি ভুলিতে পারি।' শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পণের এই পালায় সকালে নামে মানুষের ঢল। বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে শহীদ মিনারে শ্রদ্ধা জানাতে আসা মানুষের সারি আরও দীর্ঘ হয়। শহীদ মিনারে ভাষা শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানান অগ্রণী ব্যাংক পরিচালনা

কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে শ্রদ্ধা জানাচ্ছেন পরিচালক কেএমএন মঞ্জুরুল হক লাবলু, এমডি এবং সিইও মোহম্মদ শামস্-উল ইসলাম সহ নির্বাহী, অফিসার ও কর্মচারী সংগঠনের নেতৃবৃন্দ

পর্ষদের ব্যবস্থাপনা পরিচালক কেএমএন মঞ্জুরুল হক লাবলু, ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং সিইও মোহম্মদ শামস্-উল ইসলাম। এ সময় উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. রফিকুল ইসলাম, মো. ওয়ালি উল্লাহ, মহাব্যবস্থাপক মো. আখতারুল আলম সহ ব্যাংকের নির্বাহী, অফিসার ও কর্মচারীদের সংগঠনের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক শ্রদ্ধা জানান।

করোনার টিকা নিলেন অগ্রণী'র চেয়ারম্যান ও এমডি

দেশব্যাপী করোনার টিকা প্রদান শুরু হওয়ার পঞ্চম দিন ১১ ফেব্রুয়ারি ২০২১ সকাল ১১ টায় রাজধানীর আগারগাঁওয়ে ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব নিউরোসায়েন্সেস এন্ড হসপিটালে টিকা গ্রহণ করেন অগ্রণী ব্যাংকের চেয়ারম্যান ড. জায়েদ বখত, ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং সিইও মোহম্মদ শামস্-উল ইসলাম, উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. আনিসুর রহমান সহ উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ।

করোনা টিকা নিচ্ছেন চেয়ারম্যান ড. জায়েদ বখ্‌ত ও এমডি এবং সিইও মোহম্মদ শামস্-উল ইসলাম

করোনার টিকা গ্রহণের পর কোনো ধরণের পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া অনুভব করেননি জানিয়ে ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং সিইও মো. শামস্-উল ইসলাম বলেন, নিজের পরিবার, সমাজ এবং দেশের স্বার্থে সবারই উচিত করোনার টিকা গ্রহণ করা। বাংলাদেশ বিশ্বের প্রথম সারির কয়েকটি দেশের একটি যারা শুরুর দিকেই টিকা নিশ্চিত করতে পেরেছে। পৃথিবীর এখনও অনেক দেশ টিকা পায়নি। অনেক দেশ আছে তারা কবে নাগাদ টিকা পাবে সেটার নিশ্চয়তাই পায়নি। সেখানে বাংলাদেশ ভ্যাকসিন কার্যক্রম সারাদেশে সাফল্যের সঙ্গে পরিচালনা করছে। দেশের মানুষকে সুরক্ষিত রাখতে বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার ঐকান্তিক প্রচেষ্টার ফলেই এটা সম্ভব হয়েছে বলে তিনি মন্তব্য করেন।

অগ্রণী ব্যাংকে বিশ্ব নারী দিবস পালিত

সমাজকে এগিয়ে নিতে চাইলে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলে এক হয়ে এগিয়ে যেতে হবে। প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, নিজ অধিকার আদায়ে নারীসমাজকে নিজেদেরকে যোগ্যতর হিসেবে গড়ে তুলতে হবে। পরিবার, সংগঠনসহ রাষ্ট্রের সবক্ষেত্রে নারীর প্রতি সমদৃষ্টি এখন সময়ের দাবি।

বিশ্ব নারী দিবসে ওয়েবিনারে আলোচনা সভায় অংশগ্রহণকারীদের একাংশ

আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষে অগ্রণী ব্যাংকের নারী সদস্যদের আয়োজনে ৮ মার্চ ২০২১ জুম ওয়েবিনারে অনুষ্ঠিত এক ভার্চুয়াল আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে বক্তারা এসব কথা বলেন। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন অগ্রণী ব্যাংকের পরিচালক তানজিনা ইসমাইল। বিশেষ অতিথি ছিলেন ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং সিইও মোহম্মদ শামস্-উল ইসলাম, মোহাম্মদী গ্রুপের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. রুবানা হক, প্রাণ-আরএফএল গ্রুপের পরিচালক (অর্থ) উজমা চৌধুরী, ড্যাজল -এর স্বত্তাধিকারী সৈয়দা হুমায়রা বিলকিস, টিএমএসএস -এর এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর ড. হোসনে আরা বেগম, নারী উদ্যোক্তা মায়া রানী বাউল। ফরেন রেমিট্যান্স ডিভিশনের উপ-মহাব্যবস্থাপক রুবানা পারভীন এর সভাপতিত্বে সভায় আরো বক্তব্য রাখেন উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. আনিসুর রহমান, অগ্রণী ব্যাংক ট্রেনিং ইনস্টিটিউটের পরিচালক ও উপ-মহাব্যবস্থাপক সুপ্রভা সাঈদ, কুমিল্লার অঞ্চল প্রধান উপ-মহাব্যবস্থাপক গীতা রানী মজুমদার, গুলশান কর্পোরেট শাখার উপ-মহাব্যবস্থাপক শাহীনূর সুলতানা প্রমুখ। অনুষ্ঠানের শুরুতে এবং আলোচনার ফাঁকে ফাঁকে ব্যাংকের কর্মকর্তা রীতি, নাবিলা, মুক্তা, সাদিয়া, মুন্নী সংগীত পরিবেশন করে ওয়েবিনারকে প্রাণবন্ত করে রাখেন।

সিএমএসএমই খাতে অগ্রণী ব্যাংকের প্রণোদনা ঋণ প্রদান

প্রধানমন্ত্রীর আর্থিক সহায়তা প্যাকেজ হতে স্বল্প সুদে চলতি মূলধন সরবরাহের লক্ষ্যে অগ্রণী ব্যাংকে সহজ প্রক্রিয়ায় আর্থিক প্রণোদনা ঋণ প্রদান করা শুরু হয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় ২ মার্চ কুর্মিটোলা শাখায়, ৩ মার্চ পান্থপথ শাখায় এবং ৭ মার্চ নিউ মার্কেট শাখায়, ২১ মার্চ চট্টগ্রাম সার্কেলে প্রধান অতিথি হিসেবে ঋণ বিতরণ করেন ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং সিইও মোহম্মদ শামস্-উল ইসলাম। ব্যবস্থাপনা পরিচালক করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাবের কারণে বাংলাদেশের সম্ভাব্য অর্থনৈতিক প্রভাব মোকাবেলায় ভবিষ্যতে অগ্রণী ব্যাংক হতে স্বচ্ছ প্রক্রিয়ায় এবং সহজ শর্তে ঋণ বিতরণ প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকবে বলে ঘোষণা দেন।

প্রধানমন্ত্রীর আর্থিক সহায়তা প্যাকেজ হতে কুর্মিটোলা শাখায় স্বল্প সুদের ঋণ বিতরণ করছেন ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং সিইও মোহম্মদ শামস্-উল ইসলাম

প্রণোদনা ঋণ কর্মসূচিগুলোতে উপস্থিত ছিলেন উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. আনিসুর রহমান, মহাব্যবস্থাপক মো. মনোয়ার হোসেন এফসিএ, ঢাকা সার্কেল-১ ও ২ এর মহাব্যবস্থাপক মো. আনোয়ারুল ইসলাম, ক্রেডিট ডিভিশনের মহাব্যবস্থাপক ড. মো. আবদুল্লাহ আল মামুন, ঢাকা

সার্কেল-১ এর উপ-মহাব্যবস্থাপক সুকুমার দাস, চট্টগ্রাম সার্কেল মহাব্যবস্থাপক মো. সামসুল হক, ঢাকা উত্তর আঞ্চলিক কার্যালয়ের অঞ্চল প্রধান উপ-মহাব্যবস্থাপক শিরীন আখতার, ঢাকা পশ্চিম অঞ্চলের উপ-মহাব্যবস্থাপক দেওয়ান মোহাম্মদ সাদেক, লালদীঘি পূর্ব কর্পোরেট শাখার উপ-মহাব্যবস্থাপক ও শাখা প্রধান দিপ্তীময় বিশ্বাস, কুর্মিটোলা শাখার সহকারী মহাব্যবস্থাপক ও শাখাপ্রধান শিরীন আখতার, পান্থপথ শাখার শাখাপ্রধান সহকারী মহাব্যবস্থাপক মো. আব্দুল করিম সেখ এবং নিউ মার্কেট শাখার ব্যবস্থাপক সিফাত মঞ্জুর, ঋণ মঞ্জুরিপ্রাপ্ত বিভিন্ন শাখার গ্রাহকবৃন্দ এবং অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন।

প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাবের কারণে বাংলাদেশের সম্ভাব্য অর্থনৈতিক প্রভাব মোকাবেলায় ২০ হাজার কোটি টাকা প্রণোদনা প্রদানের যে ঘোষণা প্রদান করেন তারই বাস্তবায়নে অগ্রণী ব্যাংকে সিএমএসএমই খাতে স্বচ্ছ প্রক্রিয়ায় আর্থিক প্রণোদনা ঋণ বিতরণ কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।

অগ্রণী ব্যাংক কর্মকর্তা শেখ মওদুদ আহমদ হত্যার বিচার দাবিতে মানববন্ধন

সিলেটে অগ্রণী ব্যাংক কর্মকর্তা শেখ মওদুদ আহমদ এর খুনের বিচার দাবিতে অগ্রণী ব্যাংক অফিসার সমিতি বাংলাদেশের উদ্যোগে ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০২১ বিকেলে প্রধান কার্যালয়ের সামনে মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়েছে। মানববন্ধনে বক্তারা অবিলম্বে অটোরিকশা চালক নোমান হাছানুর সহ জড়িতদের গ্রেপ্তার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানান। একইসাথে ওইদিন দেশব্যাপী ব্যাংক কর্মকর্তা-কর্মচারীদের কালো ব্যাজ ধারণের পাশাপাশি প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ব্যাংকের নির্বাহী, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত এই প্রতিবাদ সভায় বক্তব্য রাখেন মহাব্যবস্থাপক (প্রশাসন) মো. আখতারুল আলম, উপ-মহাব্যবস্থাপক মো. মোজাফ্ফর হোসেন, মো. মনিবুর রহমান, শাহীনুর বেগম, শেখ মইনুদ্দিন, অফিসার সমিতির সভাপতি মোহাম্মদ নাজমুল হুদা রবিন, সাধারণ সম্পাদক মো. মোবারক হোসেন প্রমুখ।

গত ২০ ফেব্রুয়ারি সিলেটের বন্দরবাজারে হরিপুর গ্যাস ফিল্ড শাখার অফিসার (ক্যাশ) হিসেবে কর্মরত মওদুদ আহমেদের সাথে অটোরিকশা চালক হাছানুরের বাগ্‌বিতন্ডা হয়। এক পর্যায়ে হাছানুর সহ আরো কয়েকজন অটোরিকশা চালকের সংবদ্ধ হামলায় গুরুতর আহত মওদুদকে আহমদ এমএজি ওসমানী মেডিকেল

মতিঝিলে অগ্রণী ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ের সামনে শেখ মওদুদ আহমদ হত্যার বিচার দাবিতে নির্বাহী, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের মানববন্ধন

কলেজ হাসপাতালে নেয়ার পর কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন। নিহত ব্যাংক কর্মকর্তার বড় ভাই আবদুল ওয়াদুদ ২১ ফেব্রুয়ারি অটোরিকশা চালক হাছানুরের নাম উল্লেখসহ অজ্ঞাতপরিচয় আরও কয়েকজন আসামি করে সিলেটের কোতোয়ালি থানায় মামলা করেছেন। মওদুদের বাড়ি ময়মনসিংহ জেলার গৌরীপুর উপজেলায় টেংগুরিপাড়া গ্রামে। মওদুদ তার বিবাহিত জীবনের দশ বছর পর প্রথম কন্যা সন্তানের জনক হন এবং ৩৯ দিন বয়স্ক এই নিষ্পাপ শিশুটি এখন পিতৃহারা।

আনোয়ারায় ও ফকিরহাটে অগ্রণী'র এজেন্ট ব্যাংকিং উদ্বোধন

চট্টগ্রামের আনোয়ারা উপজেলার তৈলারদ্বীপ সরকারহাটে ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০২১ এবং বাগেরহাটের ফকিরহাট উপজেলার ফলতিতা বাজারে ১৩ জানুয়ারি ২০২০ এ অগ্রণী ব্যাংকের এজেন্ট ব্যাংকিং কার্যক্রম উদ্বোধন করা হয়েছে। আনোয়ারায় ফাতেহা এন্টারপ্রাইজের স্বত্তাধিকার ফারহানা আহমেদের সভাপতিত্বে এ কার্যক্রম উদ্বোধন করেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার শেখ জোবায়ের আহমেদ। এসময় উপজেলা চেয়ারম্যান তৌহিদুল হক চৌধুরী, ব্যাংকের চট্টগ্রাম দক্ষিণ অঞ্চলের সহকারী মহাব্যবস্থাপক অজয় কুমার চৌধুরী, বারখাইন ইউনিয়নের চেয়ারম্যান হাসনাইন জলিল শাকিল, বরুমছড়া ইউনিয়নের চেয়ারম্যান শাহদাত হোসেন চৌধুরী, চাতুরি চৌমুহনী শাখার ব্যবস্থাপক মোহম্মদ হাসান সহ ব্যাংকের কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

চট্টগ্রামের আনোয়ারায় অগ্রণী'র এজেন্ট ব্যাংকিং কার্যক্রম উদ্বোধন

এছাড়া ফকিরহাটে বৈদ্য এন্টার প্রাইজ এজেন্ট এর আয়োজনে ফলতিতা হীরা মার্কেটে কার্যক্রম উদ্বোধন করেন খুলনা সার্কেলের মহাব্যবস্থাপক মো. ফারুক আহমেদ। এ সময় বাগেরহাট অঞ্চল প্রধান ও সহকারী মহাব্যবস্থাপক দেপাল চন্দ্র রায়, বাগেরহাট শাখা প্রধান ও সহকারী মহাব্যবস্থাপক দীপক কুমার কুন্ডু, মূলঘর ইউপি চেয়ারম্যান অ্যাড. হিটলার গোলদার, যাত্রাপুর শাখার সিনিয়র প্রিন্সিপাল অফিসার ও ব্যবস্থাপক অজয় দাশ, সিনিয়র প্রিন্সিপাল অফিসার মো. রাফিউল কবীর, প্রিন্সিপাল অফিসার মো. নজরুল ইসলাম বিশিষ্ট ব্যবসায়ী গুরুদাশ বালা, সহকারী শিক্ষক হরিদাশ বালা, শাখার এজেন্ট প্রশান্ত বৈদ্য সহ ব্যাংকের কর্মকর্তা-কর্মচারী, ব্যবসায়ীসহ স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন।

রাজনগর উপজেলায় অগ্রণী দুয়ার ব্যাংকিং আয়োজিত মেডিকেল ক্যাম্প সেবা

স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী ও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে অগ্রণী দুয়ার ব্যাংকিং এর দেশব্যাপী কর্মসূচির আওতায় রাজনগর উপজেলার মনসুরনগর ইউনিয়নে ২৩ মার্চ ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্প অনুষ্ঠিত হয়। অগ্রণী ব্যাংক চৌধুরীবাজার এজেন্ট ব্যাংকিং শাখার উদ্যোগে ইউনিয়নের দক্ষিণ বানারাই পয়েন্টে অনুষ্ঠিত এ ক্যাম্পে ৪-৫ গ্রামের অন্তত ৩ শতাধিক মানুষ প্রাথমিক চিকিৎসাসেবা পেয়েছেন। উপজেলা স্বাস্থ্য কর্মকর্তা ডা. বর্ণালী দাসের নেতৃত্বাধীন একটি মেডিকেল টিম পরিচালিত ক্যাম্পের সার্বিক সহযোগিতায় ছিল রাজনগর ডায়াগনস্টিক অ্যান্ড কনসালটেশন সেন্টার। সাবেক ইউপি সদস্য খিজির মিয়ার সভাপতিত্বে এবং সাংবাদিক আহমদ-উর রহমান ইমরান ও অগ্রণী চৌধুরীবাজার এজেন্ট ব্যাংকিং এর কর্মকর্তা মিফতাউর রহমান নাহিদের যৌথ সঞ্চালনায় ক্যাম্পের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন অগ্রণী ব্যাংক মৌলভীবাজার শাখার ব্যবস্থাপক মো. লুৎফুল মজিদ, এসপিও, অগ্রণী দুয়ার ব্যাংকিং এর সিলেট বিভাগীয় কর্মকর্তা মোসাদ্দেক হোসেন। এসময় উপস্থিত ছিলেন রাজনগর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের মেডিকেল অফিসার ডা. উম্মে হাবিবা আক্তার, ডা. মো. শাহিন ভূঁইয়া, মৌলভীবাজার ২৫০ শয্যা হাসপাতালের মেডিকেল অফিসার টমাস দে টিটু, মহলার উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক খালিছ-উর রহমান, প্রেস ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক আবদুর রহমান সোহেল, রাজনগর ডায়াগনস্টিক সেন্টারের পরিচালক মনসুর আহমদ, অগ্রণী ব্যাংকের চৌধুরীবাজার এজেন্ট ব্যাংকিং শাখার পরিচালক মিছবাহুর রহমান এবং স্বপ্নের ঢেউ ফাউন্ডেশনের উপজেলা সভাপতি তৌফিক আলম নাইম প্রমুখ। অনুষ্ঠানে ডা. বর্ণালী দাস বলেন, চিকিৎসা সেবা পাওয়া সকল নাগরিকের সাংবিধানিক অধিকার। সরকার নাগরিক অধিকার বাস্তায়নে জেলা-উপজেলা এমন কি কমিউনিটি ক্লিনিকের মাধ্যমে জনগণের দোরগোড়ায় চিকিৎসাসেবা পৌঁছে দিতে বদ্ধপরিকর। বৈশ্বিক মহামারি করোনার এই কঠিন সময়ে সবাইকে মাস্ক পরিধানের অভ্যাস গড়ে তোলার আহ্বান জানান তিনি।

সিঙ্গাপুরে অগ্রণী এক্সচেঞ্জ হাউজে বঙ্গবন্ধু কর্নার স্থাপন

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবর্ষ উদযাপনের অংশ হিসেবে সিঙ্গাপুরে বঙ্গবন্ধু কর্নার স্থাপন করেছে অগ্রণী এক্সচেঞ্জ হাউজ প্রাইভেট লিমিটেড। ১৬ মার্চ বঙ্গবন্ধু কর্নার এর উদ্বোধন করেন সিঙ্গাপুরে নিযুক্ত বাংলাদেশের হাইকমিশনার মো. তাউহিদুল ইসলাম, এনডিসি। অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ থেকে অগ্রণী ব্যাংকের পক্ষ থেকে ভার্চুয়ালি সংযুক্ত ছিলেন বঙ্গবন্ধু কর্ণারের নন্দিত উদ্বাবক অগ্রণী ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং সিইও মোহম্মদ শামস্-উল-ইসলাম এবং ফরেন রেমিট্যান্স ডিভিশনের প্রধান উপ-মহাব্যবস্থাপক রূবানা পারভীন। অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ হাইকমিশনের শ্রম উইং এর প্রথম সেক্রেটারি আহম্মেদ হোসেন ভুঁইয়া, সিঙ্গাপুর বাংলাদেশ সোসাইটির প্রেসিডেন্ট

অগ্রণী এক্সচেঞ্জ হাউজে বঙ্গবন্ধু কর্নার উদ্বোধন করছেন সিঙ্গাপুরে বাংলাদেশের হাইকমিশনার মো. তাউহিদুল ইসলাম, এনডিসি

মো. জহিরুল ইসলাম, সেক্রেটারি এমদাদ হোসেন, বাংলাদেশ চেম্বার সিঙ্গাপুরের প্রেসিডেন্ট মুক্তিযোদ্ধা প্রফেসর ড. এম এ রহিম, সেক্রেটারি মো. সাব্বির হোসেন, অগ্রণী এক্সচেঞ্জ

হাউজের পরিচালক এবং সিইও এ এস এম শরীফুল ইসলাম এবং অপারেশনস ম্যানেজার নেছার আহমেদ মিশুক সহ বাংলাদেশের রেমিট্যান্স যোদ্ধারা উপস্থিত ছিলেন।

হাইকমিশনার মো. তাউহিদুল ইসলাম অগ্রণী এক্সচেঞ্জ হাউজ এ বঙ্গবন্ধু কর্ণার স্থাপনের ভূয়সী প্রশংসা করে এ উদ্যোগের জন্য অগ্রণী ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং সিইও-কে ধন্যবাদ জানান। তিনি অগ্রণী এক্সচেঞ্জ হাউজের সেবার মানের ধারাবাহিক উন্নতিতে সাধুবাদ জানান। এ সময় ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং সিইও মোহম্মদ শামস্-উল ইসলাম দেশের গন্ডি পেরিয়ে প্রবাসে বঙ্গবন্ধুর আদর্শ ও নীতি ছড়িয়ে দেয়ার আহবান জানান।

অগ্রণী ব্যাংক ও বসুন্ধরা গ্রুপ কর্তৃপক্ষের দ্বিপক্ষীয় বৈঠক

অগ্রণী ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ের সম্মুখ দেয়ালে বিশাল আকৃতির বঙ্গবন্ধুর মুর‍্যালের সামনে অগ্রণীর এমডি (বামে) ও বসুন্ধরা গ্রুপের চেয়ারম্যান (ডানে)

অগ্রণী ব্যাংকের চেয়ারম্যান ড. জায়েদ বখ্‌ত ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) মোহম্মদ শামস্-উল ইসলাম এবং বসুন্ধরা গ্রুপের চেয়ারম্যান আহমেদ আকবর সোবহানের মধ্যে পারস্পরিক বিষয় নিয়ে দ্বিপক্ষীয় বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। ২৭ মার্চ অগ্রণী ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ে এ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনায় বসুন্ধরা গ্রুপের চেয়ারম্যান ব্যাংকের চেয়ারম্যান ও এমডিকে বসুন্ধরা গ্রুপের বিভিন্ন প্রকল্পে অর্থায়নের জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। এ সময় অগ্রণী ব্যাংকের এমডি বসুন্ধরা গ্রুপের আরও অন্যান্য প্রকল্পে অর্থায়নের আশ্বাস দেন। আলোচনা শেষে তারা বসুন্ধরা গ্রুপের চেয়ারম্যানকে সাথে নিয়ে অগ্রণী ব্যাংকের ষষ্ঠ তলায় স্থাপতি বঙ্গবন্ধু কর্নার ঘুরে দেখান। সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বর্ণাঢ্য জীবনদর্শন জানার জন্য বঙ্গবন্ধু কর্নার উদ্ভাবনে মোহম্মদ শামস্-উল ইসলামকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানান বসুন্ধরা গ্রুপের চেয়ারম্যান। পরে ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ের দেয়ালে নির্মাণাধীন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বিশালাকার ম্যুরালও বসুন্ধরা গ্রুপের চেয়ারম্যানকে ঘুরিয়ে দেখানো হয়। অগ্রণী ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং সিইও মোহম্মদ শামস্-উল ইসলাম তার লেখা 'গণমানুষের অর্থনীতি ও বঙ্গবন্ধু' বইটির একটি কপি বসুন্ধরা গ্রুপের চেয়ারম্যানকে শুভেচ্ছা উপহার দেন। বসুন্ধরা গ্রুপের সঙ্গে অগ্রণী ব্যাংকের ব্যবসায়িক সম্পর্ক উত্তরোত্তর আরও বৃদ্ধি পাবে বলে উভয়পক্ষ আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

অগ্রণী ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ের বঙ্গবন্ধু কর্নারে ব্যাংকের চেয়ারম্যান, এমডি ও ডিএমডি'র সঙ্গে ফটোসেশনে বসুন্ধরা গ্রুপের চেয়ারম্যান

বিশেষ প্রতিবেদন

ওপারে ভালো থাকুন শ্রদ্ধাভাজন অভিভাবক এইচ টি ইমাম

মোহম্মদ শামস্-উল ইসলাম

অগ্রণী ব্যাংকের প্রাক্তন চেয়ারম্যান, বীর মুক্তিযোদ্ধা, বর্ষীয়ান রাজনীতিবিদ, বাংলাদেশের প্রথম মন্ত্রিপরিষদ সচিব এবং প্রধানমন্ত্রীর রাজনৈতিক উপদেষ্টা হোসেন তৌফিক ইমাম (এইচটি ইমাম) এর প্রয়াণে আমি গভীরভাবে শোকাহত। গত ৪ মার্চ ২০২১ তারিখে তিনি পৃথিবীর মায়া ত্যাগ করে মহাকালের স্রোতে পরপারে পাড়ি জমান (ইন্না লিল্লাহি....রাজিউন)। তার মৃত্যুর সংবাদ শোনা মাত্রই আমি আমার ফেসবুক টাইম লাইনে স্ট্যাটাস দেই।

মোহম্মদ শামস্-উল ইসলাম বিরচিত 'বঙ্গবন্ধু কর্নারঃ একটি নন্দিত উদ্ভাবন' শীর্ষক গ্রন্থের প্রকাশনা অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি বীর মুক্তিযোদ্ধা এইচ টি ইমাম এর হাতে শুভেচ্ছা স্মারক তুলে দিচ্ছেন লেখক। মাঝে অনুষ্ঠানের সভাপতি অর্থনীতিবিদ ড. জায়েদ বখ্‌ত এবং ডানে বরেণ্য কবি অসীম সাহা।

এইচ টি ইমাম এর মৃত্যুতে আমরা একজন প্রাজ্ঞ পন্ডিত ব্যক্তিকে হারিয়েছি, পেয়েছি কেবলই শূন্যতা। তিনি এমন একজন কিংবদন্তী যার সফল পদচারণা ছিল জ্ঞান রাজ্যের সকল বিষয়ে। রাজনীতি, অর্থনীতি, সাহিত্য থেকে কূটনীতি সব বিষয়ে তার দখল ছিল অভাবনীয়।

এইচ টি ইমাম দেশপ্রেমের এক অনন্য দৃষ্টান্ত। তৎকালীন পাকিস্তান প্রজাতন্ত্রের ক্যাডার সার্ভিসের (CSP) কর্মকর্তা হয়েও দেশের প্রতি গভীর মমত্ববোধে উৎসারিত হয়ে পাকিস্তানের প্রতি আনুগত্য ত্যাগ করে স্বাধীনতা যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েন। মুক্তিযুদ্ধের সময় মুজিবনগর সরকার কর্তৃক তাকে মন্ত্রিপরিষদ সচিবের দায়িত্ব প্রদান করা হয়। তিনি তার স্বভাবসুলভ সারল্য, জ্ঞান এবং উষ্ণতার মাধ্যমে ছুঁয়ে যান লাখো মানুষের হৃদয়। তিনি ছিলেন বিচক্ষণ, বুদ্ধিমান এবং অকৃত্তিম ভালোবাসার অধিকারী একজন প্রাণবন্ত মানুষ। তার দীর্ঘ কর্মজীবনে যে ধাপে বা যে ক্ষেত্রেই কাজ করেছেন, কর্মক্ষেত্রের সে সকল জায়গাকে এক নতুন উচ্চতায় এবং নতুন মর্যাদায় উন্নীত তিনি করতে পেরেছেন। তিনি আমাদের জাতীয় উন্নয়ন ও সামগ্রিক অগ্রযাত্রায়ও অনন্য ছাপ রেখে গেছেন।

এই কিংবদন্তী জন্মগ্রহণ করেন ১৯৩৯ সালের ১৫ জানুয়ারি। তিনি ম্যাট্রিক পাশ করেন ঢাকা কলিজিয়েট স্কুল থেকে এবং ইন্টারমিডিয়েট পাশ করেন পাবনা এডওয়ার্ড কলেজ থেকে। ১৯৫৬ সালে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থনীতি বিভাগে বিএ (সম্মান) ডিগ্রি সম্পন্ন করেন এবং ১৯৫৮ সালে এমএ ডিগ্রি লাভ করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগ থেকে। পড়ালেখা শেষে তিনি রাজশাহী সরকারি কলেজের অর্থনীতি বিভাগে প্রভাষক হিসেবে পেশাগত জীবন শুরু করেন। পরবর্তীতে পাকিস্তান সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে সরকারি চাকুরিতে যোগ দেন। মহান স্বাধীনতা যুদ্ধের পর স্বাধীন দেশের প্রথম মন্ত্রিপরিষদের সচিব হন এবং ১৯৭৫ সালের ২৬ আগস্ট পর্যন্ত তিনি এই দায়িত্বে ছিলেন। পরবর্তীতে মুক্তিযুদ্ধের আদর্শের প্রতিবিপ্লবী সরকার তাকে লোকপ্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের প্রকল্প পরিচালক হিসেবে এবং আরও পরে যোগাযোগ ও পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের সচিব হিসেবে পদায়ন করা হয়। ২০০৯ সালে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উপদেষ্টা এবং ২০১৪ সালে রাজনৈতিক উপদেষ্টা হিসেবে সাহসিকতার সাথে দায়িত্ব পালন করেন।

সময় চলে যায় কিন্তু স্মৃতি অম্লান। নব্বইয়ের দশক থেকে শুরু করে তাঁর মৃত্যুর আগ পর্যন্ত যতবার তার কাছে আমার আসার সুযোগ হয়েছে ততবারই মুগ্ধ হয়েছি তার সুন্দর ব্যবহারে, অনুপ্রাণিত হয়েছি মধুর বাক্যে, সিক্ত হয়েছি তার আন্তরিক ভালবাসায়। এভাবে বিভিন্ন সময়ে আমার ঝুলিতে সঞ্চিত হয়েছে সুন্দর ও মধুর স্মৃতি।

অগ্রণী ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যান হিসেবে এইচ টি ইমাম ১৯৯৭ সালের ৬ নভেম্বর ব্যাংকের অফিসিয়াল সফরে

১৯৯৭ সালে অগ্রণী ব্যাংকের পর্ষদ চেয়ারম্যান এইচ টি ইমাম হোটেল আগ্রাবাদ শাখা, চট্টগ্রাম পরিদর্শনে আসলে ব্যবস্থাপক এবং এসপিও মোহম্মদ শামস্-উল ইসলাম তার শাখার পারফরম্যান্স ব্যাখ্যা করছেন।

চট্টগ্রাম সার্কেলে আসেন। তখন ব্যাংকের প্রটোকল অফিসার হিসেবে তার কাছে আসার সুযোগ হয় আমার। আমি তখন এসপিও পদে চট্টগ্রামের হোটেল আগ্রাবাদ শাখার ম্যানেজার ছিলাম। আমি খুবই সৌভাগ্যবান যে সেই সফরে তিনি, তার সহধর্মিনী এবং অন্যান্য সফরসঙ্গীদের সাথে খুব কাছ থেকে মেশার সুযোগ পেয়েছি।

আমি যখন চট্টগ্রামের হোটেল আগ্রাবাদ শাখাটির দায়িত্ব পাই তখন এটি ছিল একটি লোকসানি শাখা এবং দ্রুততম সময়ে শাখাটিকে ৩০ লক্ষ টাকা লোকসান থেকে ১.৫ লক্ষ টাকায় লাভে পৌঁছে নিয়ে যাই। আমার এই সাফল্যের কথা শুনে তিনি তার ব্যস্ত সফরসূচীর মধ্যেও আমার শাখাটি পরিদর্শনে আসেন। ব্যাংকের তৎকালীন মহাব্যবস্থাপক এস আর মালিককে সাথে নিয়ে সকালে আমার শাখায় এসে তিনি উপস্থিত হন। আমরা তাকে ফুলের তোড়া দিয়ে স্বাগত জানাই এবং তিনি ভীষণ খুশি হন। খুব অল্প সময়ে এই চমকপ্রদ অর্জনের জন্য তিনি আমাকে অভিনন্দন জানান। তিনি ব্যাংকের স্বার্থে স্বাধীনতার চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে এবং বাঙালি কৃষ্টি ও মূল্যবোধকে ধারণ করে কার্যক্রম চালিয়ে যাবার জন্য কর্মকর্তা-কর্মচারীদেরকে উৎসাহিত করেন। তার এই মধুময় প্রশংসামূলক বাক্যে আমরা উচ্ছ্বসিত এবং অনুপ্রাণিত হই। পরবর্তী দিন তিনি উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ সহ আমার শাখার একটি রপ্তানিমুখী গ্রাহক প্রতিষ্ঠান মাহি ফিশ প্রসেসিং ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেডের প্রজেক্ট পরিদর্শন করেন যা পরের দিন জাতীয় দৈনিক পত্রিকার খবরে প্রকাশিত হয়।

একটা দীর্ঘ বিরতির পরে ২০০৯ সালে জিএম হিসেবে পদোন্নতিপ্রাপ্ত হয়ে আমি তার সাথে আবার দেখা করি। আমার এই পদোন্নতিতে তিনি আমাকে দেখে এমনভাবে তার আনন্দ প্রকাশ করেন যেন আমি তার ছোট ভাই অথবা সন্তান। এরপর তার সাথে আমার নানা সময় বিভিন্ন অনুষ্ঠানে দেখা হয়েছে। প্রতিবার সাক্ষাতেই তিনি অগ্রণী ব্যাংক সম্পর্কে অনেক খোঁজখবর নিতেন। আমি তার কাছে কৃতজ্ঞ যে তিনি ২০১৯ সালে বাংলা একাডেমিতে আমার বঙ্গবন্ধু কর্নার নিয়ে লেখা বইটির মোড়ক উম্মোচন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। আমার বঙ্গবন্ধু কর্নার করার কাজটিকে তিনি অনেক পছন্দ করেছেন। তিনি আমার এই বইটিতে মূল্যবান বাণী প্রদান করেছেন। বইটির মোড়ক উম্মোচন অনুষ্ঠানে তিনি একটি মূল্যবান কথা বলেন তা হলো - বঙ্গবন্ধুকে জাতির জনক না বলে জাতির পিতা বলা উচিৎ। কারণ জনক বললে জেনেটিক বিষয় বোঝায় আর পিতা বললে সার্বজনীন অভিভাবকত্বকে নির্দেশ করে।

১৯৯৭ সালে অগ্রণী ব্যাংকের পর্ষদ চেয়ারম্যান এইচ টি ইমাম চট্টগ্রাম সার্কেল পরিদর্শনে আসলে তাকে ফুলেল শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন প্রটোকলের দায়িত্বরত মোহম্মদ শামস্-উল ইসলাম, এসপিও

তিনি একবার আমাকে বলেছিলেন, 'আমি সিলেটের মানুষদের পছন্দ করি। কারণ তারা একে অপরের পাশে দাঁড়ায়। এছাড়া খুনি মোশতাক, রাশেদের মতো বড় কোন বিশ্বাসঘাতক মীরজাফরের জন্ম এখানে হয়নি। ১৯৭১ সালে এ এলাকায় বড় মাপের বিশ্বাসঘাতক বা মার্কামারা রাজাকারও ছিল না'। বিভিন্ন সময় এবং নানা উপলক্ষে তিনি আমাকে তার বাসায় ডাকতেন আনন্দ ভাগ করে নিতে তখন নানা বিষয়েই তার সাথে মতবিনিময় হতো। তার মতো এত আন্তরিক, প্রাণবন্ত এবং বড় মাপের অভিভাবক আর পাব কোথায়।

লেখক: ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং সিইও, অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড

সভা ও সম্মেলন

অগ্রণী ইক্যুইটি অ্যান্ড ইনভেস্টমেন্টের বোর্ড সভা

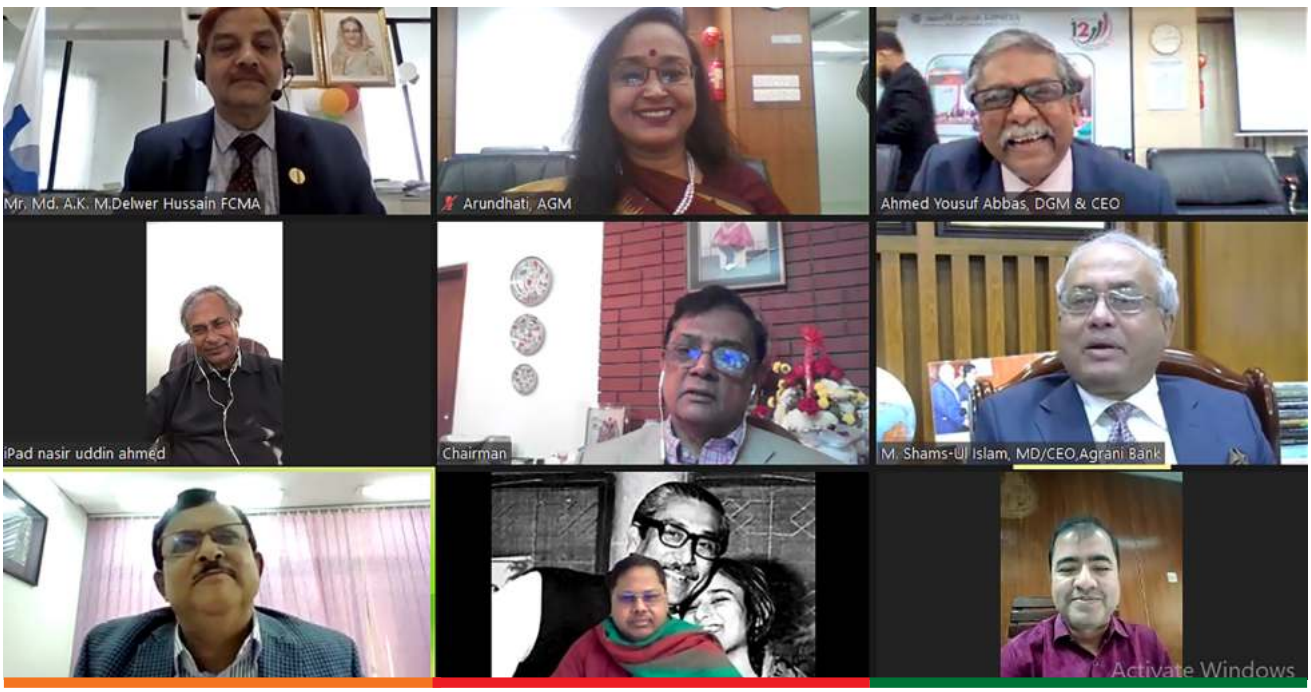

অগ্রণী ইক্যুইটি এন্ড ইনভেস্টমেন্ট লিমিটেডের ৭৪তম ভার্চুয়াল বোর্ড সভা

অগ্রণী ইক্যুইটি এন্ড ইনভেস্টমেন্ট লিমিটেডের ৭৪তম বোর্ড সভা ২৪ জানুয়ারি ২০২১ ভার্চুয়ালি অনুষ্ঠিত হয়েছে। কোম্পানির চেয়ারম্যান ড. জায়েদ বখত্ এর সভাপতিত্বে সভায় অংশনেন পরিচালক কেএমএন মঞ্জুরুল হক লাবলু, একেএম দেলোয়ার হোসেন, এফসিএমএ, নাসির উদ্দিন আহম্মদ, এফসিএমএ, মো. জেহাদ উদ্দিন, অগ্রণী ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং সিইও মোহম্মদ শামস্-উল ইসলাম, উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. আনিসুর রহমান, অগ্রণী ইক্যুইটি এন্ড ইনভেস্টমেন্ট লিমিটেডের সিইও এবং পরিচালক আহমদ ইয়ূসুফ আব্বাস এবং কোম্পানি সচিব অরুন্ধতী মন্ডল।

অগ্রণী ব্যাংকের ব্যবসায়িক ফলাফল পর্যালোচনা সভা

অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেডের ২০২০ সালের ব্যবসায়িক লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে অর্জন ভিত্তিক 'ব্যবসায়িক ফলাফল পর্যালোচনা' সভা ৩ জানুয়ারি ব্যাংকের বোর্ড রুমে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় চেয়ারম্যান ড. জায়েদ বখ্ত দিক-নির্দেশনামূলক বক্তব্য রাখেন। ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং সিইও মোহম্মদ শামস্-উল ইসলাম এর সভাপতিত্বে সভায় উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালকবৃন্দ, মহাব্যবস্থাপকগণ, প্রধান কার্যালয়ের বিভাগীয় প্রধানগণ এবং ঢাকায় অবস্থিত কর্পোরেট শাখা প্রধানগণ উপস্থিত ছিলেন ।

প্রধান কার্যালয়ের বোর্ড রুমে অনুষ্ঠিত ব্যাংকের ব্যবসায়িক ফলাফল পর্যালোচনা সভা

অগ্রণী ব্যাংকের জোনাল হেড কনফারেন্স

অগ্রণী ব্যাংকের সকল অঞ্চল প্রধান, কর্পোরেট শাখা প্রধান এবং সার্কেল প্রধানদের সমন্বয়ে ২৫ জানুয়ারি ২০২১ অনলাইন ভিডিও কনফারেন্সিং এর মাধ্যমে জোনাল হেড কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয়েছে।

ভার্চুয়ালি অনুষ্ঠিত জোনাল হেড কনফারেন্সের অংশগ্রহণকারীদের একাংশ

অগ্রণী ব্যাংকের সকল অঞ্চল প্রধান, কর্পোরেট শাখা প্রধান এবং সার্কেল প্রধানদের সমন্বয়ে ২৫ জানুয়ারি ২০২১ অনলাইন ভিডিও কনফারেন্সিং এর মাধ্যমে জোনাল হেড কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয়েছে। উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. আনিসুর রহমানের সভাপতিত্বে কনফারেন্সে প্রধান অতিথি ছিলেন ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং সিইও মোহম্মদ শামস্-উল ইসলাম। এসময় ব্যাংকের অন্য উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালকদ্বয় মো. রফিকুল ইসলাম, মো. ওয়ালি উল্লাহ এবং সকল মহাব্যবস্থাপক উপস্থিত ছিলেন।

অগ্রণী এক্সচেঞ্জ হাউজ সিঙ্গাপুরের বোর্ড সভা

জুম ওয়েবিনারে অগ্রণী এক্সচেঞ্জ হাউজ সিঙ্গাপুর এর বোর্ড সভা

অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেডের সাবসিডিয়ারী- অগ্রণী এক্সচেঞ্জ হাউজ প্রাইভেট লিমিটেড সিঙ্গাপুর এর ৩১ তম বোর্ড সভা ১৫ মার্চ জুম ওয়েবিনারে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় অগ্রণী এক্সচেঞ্জ হাউজ প্রাইভেট লিমিটেড সিঙ্গাপুর এর পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যান ড. জায়েদ বখ্‌ত, ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং সিইও মোহম্মদ শামস্-উল ইসলাম এবং অগ্রণী এক্সচেঞ্জ হাউজ এর পরিচালক এবং সিইও আবু সুজা মো. শরীফুল ইসলাম, ফরেন রেমিট্যান্স ডিভিশনের উপ-মহাব্যবস্থাপক রূবানা পারভীন, পিটিই লিমিটেড এর ড্রোক্রপ সার্ভিসেস লো সোনকুয়ান, অগ্রণী এক্সচেঞ্জ হাউজ এর অপারেশনস ম্যানেজার নেসার আহমেদ মিশুক উপস্থিত ছিলেন। সভায় ২০২০ সালের অর্জন নিয়ে পুন:আলোচনা এবং ২০২১ সালে রেমিট্যান্স আহরণ ও প্রবাহ বৃদ্ধির বিভিন বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়।

পদোন্নতি

অগ্রণী'র ডিএমডি মো. আনিসুর রহমান বেসিক ব্যাংকের নতুন এমডি

মো. আনিসুর রহমান

রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন বেসিক ব্যাংক লিমিটেডের নতুন ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) হিসেবে নিয়োগ পেয়েছেন অগ্রণী ব্যাংকের উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (ডিএমডি) মো. আনিসুর রহমান। ১৫ মার্চ অর্থ মন্ত্রণালয়ের আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ এ সংক্রান্ত এক প্রজ্ঞাপন জারি করে। মো. আনিসুর রহমান ৩১ মার্চ অগ্রণী ব্যাংকে শেষ কর্মদিবস হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। আনিসুর রহমান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণিত বিভাগ থেকে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর শেষে ১৯৮৮ সালে বিআরসির মাধ্যমে অগ্রণী ব্যাংকে সিনিয়র অফিসার হিসেবে যোগদান করেন।

মহাব্যবস্থাপক পদে ৩ জনের পদোন্নতি

মো. আব্দুছ ছামাদ পাটওয়ারী

মো. আবুল বাশার

দীপ্তিময় বিশ্বাস

অগ্রণী ব্যাংক কর্তৃপক্ষ ২৯ মার্চ ৩ জন উপ-মহাব্যবস্থাপককে মহাব্যবস্থাপক পদে পদোন্নতি প্রদান করেন। পদোন্নতিপ্রাপ্ত তিন জন হলেন প্রধান কার্যলয়ের ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড এন্ড ফরেন কারেন্সী ম্যানেজমেন্ট ডিভিশনের মো. আব্দুছ ছামাদ পাটওয়ারী, পুরানা পল্টন কর্পোরেট শাখার মো. আবুল বাশার এবং লালদীঘি পূর্ব কর্পোরেট শাখার দীপ্তিময় বিশ্বাস। ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং সিইও মোহম্মদ শামস্-উল ইসলাম অগ্রণী পরিবারের পক্ষ থেকে পদোন্নতিপ্রাপ্ত নির্বাহীগণকে আন্তরিক অভিনন্দন জানিয়েছেন।

এবিটিআই এর নতুন পরিচালক

সুপ্রভা সাঈদ

অগ্রণী ব্যাংক ট্রেনিং ইনস্টিটিউট (এবিটিআই)-এর পরিচালক পদে ৩১ ডিসেম্বর ২০২০ যোগদান করেছেন উপ-মহাব্যবস্থাপক সুপ্রভা সাঈদ। তিনি পরিচালক হিসেবে নিয়োগ লাভের পূর্বে এবিটিআই -এর সহকারী মহাব্যবস্থাপক ও অনুষদ সদস্য ছিলেন। কোভিড-১৯ এ বিপর্যস্ত পরিবেশে অগ্রণী ব্যাংকের ট্রেনিং কার্যক্রমে একটি সংকটময় পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। এসময় তিনি জুম অ্যাপস এর মাধ্যমে এবিটিআই-তে সর্ব প্রথম ভার্চুয়াল প্রশিক্ষণ কর্মশালার সমন্বয়কারির দায়িত্ব পালন করে আসছেন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফিন্যান্স বিভাগ হতে স্নাতক (সম্মান) ও স্নাতকোত্তর শেষে ১৯৯৬ সালে সিনিয়র অফিসার হিসেবে অগ্রণী ব্যাংকে যোগদেন।

ট্রেনিং ও কর্মশালা

এবিটিআই আয়োজিত ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড পেমেন্ট এন্ড ফাইন্যান্সিং কর্মশালা

বৈদেশিক বাণিজ্য বিষয়ে কাজ করার উপযোগী জনবল তৈরি করার লক্ষ্যে অগ্রণী ব্যাংক ট্রেনিং ইনস্টিটিউটে (এবিটিআই) ১০ দিনব্যাপি 'ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড পেমেন্ট এন্ড ফাইন্যান্সিং' শীর্ষক এক প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ২৮ জানুয়ারি ২০২১ কর্মশালার সমাপনীতে ভার্চুয়ালি যোগ দিয়ে পর্ষদের চেয়ারম্যান ড. জায়েদ বখ্‌ত এবিটিআই-কে আরো যুগোপযোগী ও আন্তর্জাতিকমানে উন্নীত করে গড়ে তোলার প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করেন। তিনি বলেন, মানবসম্পদ উন্নয়নে মানুষের জ্ঞান, দক্ষতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণের বিকল্প নেই। এই প্রশিক্ষণ কোর্সের মাধ্যমে ব্যাংকের ফরেন এক্সচেঞ্জ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের দক্ষতা বহুগুণ বৃদ্ধি পাবে।

গত ১৭ জানুয়ারি কর্মশালাটির উদ্বোধন করেন ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং সিইও মোহম্মদ শামস্-উল ইসলাম। এবিটিআই -এর পরিচালক ও উপ-মহাব্যবস্থাপক সুপ্রভা সাঈদের সভাপতিত্বে কর্মশালায় বক্তব্য রাখেন এইচআরপিডিওডি এর মহাব্যবস্থাপক মো. আখতারুল আলম, রিস্ক ম্যানেজমেন্ট ডিভিশনের মহাব্যবস্থাপক বাহারে আলম। উপব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. আনিসুর রহমানসহ ব্যাংকের ঊর্ধ্বতন নির্বাহী এবং এবিটিআই-এর অনুষদ সদস্যগণ কর্মশালার বিভিন্ন সেশন পরিচালনা করেন। কর্মশালায় ৫৩ জন প্রশিক্ষণার্থী বৈদেশিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে এলসি খোলার প্রস্তাব, সুইফট যোগে এলসি প্রেরণ, আমদানি ঋণপত্রের বিপরীতে শাখায় গৃহীত ডকুমেন্টস স্ক্রুটিনি করা, লজমেন্ট ও রিয়ারমেন্ট, পিসি, এলআইএম, এলটিআর ও রপ্তানি বিল স্ক্রুটিনি করা, বিল ক্রয় করা, ব্যাক টু ব্যাক এলসি ইত্যাদি সম্পর্কে হাতে কলমে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন।

অগ্রণী ব্যাংকে সরকারি কর্মচারি গৃহনির্মাণ ঋণ প্রদান কর্মশালা

করোনার এই মহামারীতে অর্থনীতিকে গতিশীল করার লক্ষ্যে এবিটিআই ভার্চুয়ালি জানুয়ারি হতে মার্চ ২০২১ পর্যন্ত ২৩টি কোর্সের ওপর কর্মশালার আয়োজন করে।

ওয়েবিনারে অগ্রণী ব্যাংকে সরকারি কর্মচারি গৃহনির্মাণ ঋণ বিষয়ক কর্মশালা

সরকার ঘোষিত সবার জন্য ঘর কর্মসূচি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ৩ জানুয়ারি অগ্রণী ব্যাংক ট্রেনিং ইনস্টিটিউট (এবিটিআই) কর্তৃক আয়োজিত Govt. Employees Credit Under Govt. HBL Policy 2019 শীর্ষক একদিনের প্রশিক্ষণ ওয়েবিনার অনুষ্ঠিত হয়েছে। ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং সিইও মোহম্মদ শামস্-উল ইসলামের সভাপতিত্বে প্রশিক্ষণ কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে সংযুক্ত ছিলেন অর্থ মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব মো. এখলাসুর রহমান। কর্মশালায় অর্থ মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব বিশ্বজিৎ ভট্টাচার্য্য খোকন, এনডিসি, উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. আনিসুর রহমান, মো. রফিকুল ইসলাম, মো. ওয়ালি উল্লাহ সহ অগ্রণী ব্যাংকের ১১টি সার্কেলের মহাব্যবস্থাপকবৃন্দ, সকল অঞ্চল প্রধান, কর্পোরেট শাখা প্রধান এবং প্রত্যেক শাখা ব্যবস্থাপকসহ ২ হাজার ২৫৬ জন নির্বাহী/কর্মকর্তা উপস্থিত ছিলেন। কর্মশালা সঞ্চালনা করেন মহাব্যবস্থাপক সিএফও মো. মনোয়ার হোসেন, এফসিএ।

প্রসঙ্গগত উল্লেখ্য যে করোনার এই মহামারীতে অর্থনীতিকে গতিশীল করার লক্ষ্যে এবিটিআই ভার্চুয়ালি জানুয়ারি হতে মার্চ ২০২১ পর্যন্ত ২৩টি কোর্সের ওপর কর্মশালার আয়োজন করে। অগ্রণী ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং সিইও মোহম্মদ শামস্-উল ইসলামের দিক নির্দেশনায় এবং এবিটিআইয়ের উপ-মহাব্যবস্থাপক ও পরিচালক সুপ্রভা সাঈদের তত্তাবধানে কর্মশালাগুলোতে প্রধান কার্যালয় ও বিভিন্ন শাখার ৪ হাজার ৬৫৭ জন কর্মকর্তা প্রশিক্ষণার্থী হিসেবে অংশনেন। জুম অ্যাপস এর মাধ্যমে ভার্চুয়াল এ কর্মশালাগুলোর টপিকস এর মধ্যে রয়েছে Govt. Employees Credit Under HBL Policy-2019, International Trade and Financing, Suit Management, Enterpreneurship Development and CMSME Loan Management, Banking Law and Practices, Internal Credit Risk System, Working Capital Assessment and Loan Processing, Loan Documention and Preservation of Documents ইত্যাদি। প্রশিক্ষণকালীন সময়ে এবিটিআই -এর অনুষদ সদস্যগণ কর্মশালার সেশন পরিচালনা, সঞ্চালনা ও সমন্বয়কারির দায়িত্ব পালন করেন।

এবিটিআই-তে ICRRS শীর্ষক প্রশিক্ষণ ওয়েবিনার

অগ্রণী ব্যাংক ট্রেনিং ইনস্টিটিউট (এবিটিআই) কর্তৃক ১১ মার্চ ২০২১ সন্ধ্যায় Internal Credit Risk Rating System (ICRRS) শীর্ষক এক প্রশিক্ষণ ওয়েবিনার অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রশিক্ষণে ঋণ সংক্রান্ত বিষয়, আর্থিক প্রণোদনা কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে অগ্রণীর অগ্রযাত্রা অব্যাহত রাখার বিভিন্ন দিক আলোচনা করা হয়। ওয়েবিনারে প্রধান অতিথি ছিলেন ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং সিইও মোহম্মদ শামস্-উল ইসলাম। এবিটিআই -এর পরিচালক ও উপ-মহাব্যবস্থাপক সুপ্রভা সাঈদের সভাপতিত্বে আলোচনায় অংশনেন উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. রফিকুল ইসলাম। প্রশিক্ষক ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফিন্যান্স বিভাগের অধ্যাপক ড. মাহমুদ ওসমান ইমাম, বিআইবিএম -এর পরিচালক ও অধ্যাপক নেহাল আহমেদ, সহকারী অধ্যাপক ড.

জুম ওয়েবিনারে এবিটিআই-তে প্রশিক্ষণ কর্মশালা চলছে

মো. মোহাব্বত হোসেন। এছাড়াও সকল মহাব্যবস্থাপক, অঞ্চল প্রধান, কর্পোরেট শাখা প্রধান, ব্যাংকের বিভিন্ন পর্যায়ের নির্বাহী, সকল শাখার ব্যবস্থাপক, ঋণ কর্মকর্তাসহ প্রায় ১,৪০০ জন কর্মকর্তা সংযুক্ত ছিলেন।

চুক্তিসমূহ

অগ্রণী ব্যাংক এবং জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো এর মধ্যে চুক্তি

বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী আইন ২০১৩ এর আলোকে দৈবচয়ন প্রক্রিয়ায় বিদেশগামী বাংলাদেশি কর্মীদের নিকট হতে অনলাইনে অভিবাসন ব্যয়ের অর্থ গ্রহণ ও বিতরণ এবং মধ্যস্বত্ত্বভোগী ও হয়রানিমুক্ত অভিবাসন প্রক্রিয়া নিশ্চিতকরণে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কর্তৃক ই-পেমেন্ট পদ্ধতি প্রবর্তনে গুরুত্ব অনুধাবন করে। এ লক্ষ্যে ১৮ জানুয়ারি প্রবাসীকল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে অগ্রণী ব্যাংক এবং জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো (বিএমইটি) এর মধ্যে অনলাইনে অভিবাসন ব্যয়ের অর্থ গ্রহণ ও বিতরণ সংক্রান্ত চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। চুক্তির ফলে অগ্রণীর যে কোন শাখা, বুথ এবং নিয়োজিত এজেন্ট কর্তৃক বিদেশগামী বাংলাদেশি কর্মীদের নিকট হতে অনলাইনের মাধ্যমে অভিবাসন ব্যয়ের অর্থ গ্রহণ ও বিতরণ এবং পরিশোধ করতে পারবেন। চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রবাসীকল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রী ইমরান আহমদ, এমপি। প্রবাসীকল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সচিব ড. আহমেদ মুনিরুছ সালেহীন এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন অগ্রণী ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং সিইও মোহম্মদ শামস্-উল ইসলাম এবং জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরোর মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব) মো. সামছুল আলম। চুক্তিতে অগ্রণী ব্যাংকের পক্ষে

অগ্রণীর যে কোন শাখা, বুথ এবং নিয়োজিত এজেন্ট কর্তৃক বিদেশগামী বাংলাদেশি কর্মীদের নিকট হতে অনলাইনের মাধ্যমে অভিবাসন ব্যয়ের অর্থ গ্রহণ, বিতরণ ও পরিশোধ করা হবে।

অগ্রণী ব্যাংক এবং জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো এর মধ্যে চুক্তি অনুষ্ঠানে উপস্থিত প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রী ইমরান আহমদ, এমপি, সচিব ড. আহমেদ মুনিরুছ সালেহীন, ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং সিইও মোহম্মদ শামস্-উল ইসলাম সহ উভয় প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাগণ।

মহাব্যবস্থাপক জাকিয়া বেগম এবং জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো এর পক্ষে অতিরিক্ত মহাপরিচালক (যুগ্ম-সচিব) নাফরিজা শ্যামা স্বাক্ষর করেন। এসময় অগ্রণী ব্যাংক এবং জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো এর উর্ধ্বতন নির্বাহীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

অগ্রণী ব্যাংক ও প্রাণ ডেইরির মধ্যে চুক্তি

অগ্রণী ব্যাংক এবং প্রাণ ডেইরির মধ্যে স্বাক্ষরিত চুক্তি বিনিময় অনুষ্ঠানে উপস্থিত ব্যাংকের চেয়ারম্যান ড. জায়েদ বখ্‌ত এবং অন্যান্যরা

প্রাণ আরএফএল গ্রুপভুক্ত সহযোগী প্রতিষ্ঠান প্রাণ ডেইরি লিমিটেড দেশব্যাপী দুগ্ধ ও দুগ্ধজাত পণ্য সরবরাহকারীদের নিকট থেকে কাঁচামাল সংগ্রহ করে বিভিন্ন ভোগ্যপণ্য উৎপাদন এবং বাজারজাতকরণ করে থাকে। প্রাণ ডেইরির পণ্য উৎপাদনে গতিশীলতা বৃদ্ধি এবং স্বাভাবিক উৎপাদন কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে সরবরাহকারীদের ঋণদানের বিষয়ে অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড সম্মতি জ্ঞাপন করে। এরই অংশ হিসেবে সরবরাহকারীদের ঋণদান বিষয়ে ২০ জানুয়ারি অগ্রণী ব্যাংক এবং প্রাণ ডেইরির মধ্যে একটি 'Supply Chain Finance Agreement' চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

ব্যাংকের বোর্ড রুমে চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন ব্যাংকের চেয়ারম্যান ড. জায়েদ বখ্‌ত। ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং সিইও মোহম্মদ শামস্-উল ইসলাম এবং প্রাণ ডেইরির পরিচালক উজমা চৌধুরী নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানের পক্ষে চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন। এসময় ব্যাংকের উপব্যবস্থাপনা পরিচালকগণ, মহাব্যবস্থাপকগণ সহ উভয় প্রতিষ্ঠানের উর্ধ্বতন নির্বাহী, কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

শোক সংবাদ

অগ্রণী ব্যাংকের সাবেক চেয়ারম্যান এইচ টি ইমাম

এক কর্মবীরের প্রস্থান

এইচ টি ইমাম

হোসেন তৌফিক ইমাম। যিনি এইচ টি ইমাম নামেই পরিচিত। সরকারি চাকরি শেষ করে দীর্ঘ কর্মময় জীবনেও হয়ে উঠেছিলেন একজন জনপ্রিয় রাজনীতিবিদ। পাশাপাশি ছিলেন সুবক্তা ও লেখক। মহান মুক্তিযুদ্ধে এইচ টি ইমামের ভূমিকা ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তিনি স্বাধীনতা ও মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বিকাশে আজীবন কাজ করে গেছেন। সরকারি কর্মকর্তা হিসেবে সদ্য স্বাধীন দেশে সরকার পরিচালনায় তিনি অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিলেন। ৩ মার্চ ২০২১ দিনগত রাত সোয়া ১টায় ঢাকার সম্মিলিত সামরিক হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় এই কর্মবীরের জীবনাবসান হয়। তার বয়স হয়েছিল ৮২ বছর। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার রাজনৈতিক উপদেষ্টা ও অগ্রণী ব্যাংকের সাবেক চেয়ারম্যান এইচ টি ইমাম ইন্তেকালে অগ্রণী ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং সিইও মোহম্মদ শামস্-উল ইসলাম মরহুমের বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করছেন এবং মরহুমের পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করছেন।

এইচ টি ইমামের জন্ম ১৯৩৯ সালের ১৫ জানুয়ারি টাঙ্গাইল শহরে। বাবার চাকরি সূত্রে তাঁর শৈশব-কৈশোর কেটেছে বিভিন্ন জেলায়। শৈশবে রাজশাহীতে অবস্থান এবং রাজশাহীতেই প্রাথমিক শিক্ষা। পরবর্তীকালে লেখাপড়া করেছেন পশ্চিমবঙ্গের বাঁকুড়া ও কলকাতায়। ঢাকা কলেজিয়েট স্কুল থেকে ম্যাট্রিক পাস করেন এইচ টি ইমাম। ইন্টারমিডিয়েট পাস করেন পাবনা এডওয়ার্ড কলেজ থেকে। ১৯৫৬ সালে রাজশাহী কলেজ থেকে অর্থনীতিতে অনার্স সহ বিএ ডিগ্রি অর্জন করেন। ১৯৫৮ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থনীতিতে এমএ ডিগ্রি নেন। পড়াশোনা শেষে রাজশাহী সরকারি কলেজে অর্থনীতির প্রভাষক হিসেবে যোগ দেন এইচ টি ইমাম। এরপর তিনি পাকিস্তানে সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় অংশ গ্রহণ করেন। ১৯৬১ ব্যাচের সিএসপিদের মধ্যে তিনি ৪র্থ স্থান লাভ করেন এবং পাকিস্তান সরকারের উচ্চ পদে যোগদান করেন। ১৯৬৮ সালে তিনি লন্ডন স্কুল অব ইকনমিঙ থেকে 'উন্নয়ন প্রশাসনে' পোস্ট গ্রাজুয়েট ডিপ্লোমা করেন।

১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ডাকে সাড়া দিয়ে তিনি পাকিস্তান সিভিল সার্ভিসের লোভনীয় চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে মুক্তিযুদ্ধে অংশনেন এবং প্রবাসী বাংলাদেশ সরকার পরিচালনায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন। স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম মন্ত্রিপরিষদ সচিব ছিলেন তিনি।

স্বাধীনতার পর ১৯৭৫ সালের ২৬ অগাস্ট পর্যন্ত তিনি মন্ত্রিপরিষদের সচিবের দায়িত্বে ছিলেন। এরপর ১৯৭৮ থেকে ১৯৮৪ পর্যন্ত সাভারের লোকপ্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের প্রকল্প পরিচালকের দায়িত্ব দেয়া হয়। ১৯৮৪ থেকে ১৯৮৬ পর্যন্ত তিনি সড়ক এবং যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের সচিব এবং ১৯৮৬ থেকে ১৯৮৭ পর্যন্ত পরিকল্পনা সচিবের পদে নিযুক্ত ছিলেন। এছাড়াও তিনি ১৯৯৬ সালের ১১ আগস্ট ১২তম চেয়ারম্যান হিসেবে অগ্রণী ব্যাংকে যোগদেন। তিনি পরিকল্পনা কমিশনের সদস্য হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেছেন। এছাড়া যমুনা মাল্টিপারপাজ ব্রিজ অথরিটির এক্সিকিউটিভ ডাইরেক্টর হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। অবসর নেওয়ার পর আওয়ামী লীগের রাজনীতিতে সক্রিয় হন এইচ টি ইমাম। ২০০৮, ২০১৪ এবং ২০১৮ সালের সাধারণ নির্বাচনে তিনি আওয়ামী লীগের নির্বাচন পরিচালনা কমিটির কো-চেয়ারম্যানের দায়িত্বে ছিলেন। এছাড়া ২০০৯ সালে তিনি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার জনপ্রশাসন বিষয়ক উপদেষ্টা এবং ২০১৪ সাল থেকে মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত রাজনৈতিক উপদেষ্টা ছিলেন।

অগ্রণী ব্যাংকের সাবেক এমডি খোন্দকার ইব্রাহিম খালেদ

ব্যাংকিং জগতের উজ্জ্বল নক্ষত্রের জীবনাবসান

দেশের বরেণ্য বুদ্ধিজীবী ও অর্থনীতিবিদ, ব্যাংকিং জগতের উজ্জ্বল জ্যোতিস্ক অগ্রণী ব্যাংকের সাবেক ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) খোন্দকার ইব্রাহিম খালেদ ইন্তেকাল করেছেন (ইন্না লিল্লাহি...রাজিউন)। ২৪ ফেব্রুয়ারি ২০২১ সকাল পৌনে ছয়টার দিকে তিনি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান। করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হওয়ার পর তিনি নানা শারীরিক জটিলতায় ভুগছিলেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৮০ বছর। তিনি স্ত্রী, এক ছেলে ও এক মেয়ে রেখে গেছেন। তার মৃত্যুতে অগ্রণী ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং সিইও মোহম্মদ শামস্-উল ইসলাম মরহুমের বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করছেন এবং তার পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করছেন।

খোন্দকার ইব্রাহিম খালেদ ১৯৪১ সালের ৪ জুলাই গোপালগঞ্জ জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ভূগোলে স্নাতকোত্তর ও আইবিএ থেকে এমবিএ ডিগ্রি অর্জন করেন। পেশাগত জীবনে ইব্রাহিম খালেদ ছিলেন অত্যন্ত সৎ ও নির্ভীক। আর্থিক খাতের অনিয়ম ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে ছিলেন সব সময় সোচ্চার। ব্যাংক খাত, পুজিবাজারসহ অর্থনীতির নানা বিষয়ে তার মতামত ও বিশ্লেষণ ছিল নির্মোহ। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতি তার শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা ছিল অসীম। তার লেখনীতে সমাজের নানা অসংগতি উঠে এসেছে। দেশের মানুষের কাছে অত্যন্ত সম্মানিত ও গুণী এই ব্যক্তির মৃত্যুতে শোক জানিয়েছে সমাজের নানা স্তরের ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান। ইব্রাহিম খালেদ বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠনের সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন।

তিনি ১৯৬৩ সালে হাবিব ব্যাংকে প্রবেশনারি অফিসার হিসেবে কর্মজীবন শুরু করেন। চার দশকের ব্যাংকিং পেশার উল্লেখযোগ্য সময় তিনি কেন্দ্রীয় ব্যাংক এবং দেশের বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনায় যুক্ত ছিলেন। ১৯৯৪ সালে তিনি বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক নিযুক্ত হন। কৃষকদের প্রকৃত অবস্থা দেখতে এমডি-র সরেজমিনে মাঠ পরিদর্শন করার সংস্কৃতি চালু করে তিনি বিভিন্ন মহলে প্রশংসিত হন। ১৯৯৬ সালের ৩ আগস্ট তিনি অগ্রণী ব্যাংকের ১১ তম এমডি হিসেবে যোগদেন।

এছাড়াও তিনি ১৯৮০ সালে অগ্রণী ব্যাংকের ত্রৈমাসিক ঘরোয়া পত্রিকা 'অগ্রণী দর্পণ' এর প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৮১ সালে তিনি অগ্রণী ব্যাংক কর্তৃক ইংরেজিতে প্রকাশিত ত্রৈমাসিক উপড়হড়সরপ ঘবংি খবঃঃবৎু এর প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক ছিলেন। অগ্রণী ব্যাংকের বহু ম্যানুয়াল বুক অব ইনস্ট্রাকশনস, গাইডলাইনস তার নেতৃত্বে তৈরি হয়। এরপর ১৯৯৯ সালে তাকে সোনালী ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক পদে নিয়োগ দেওয়া হয়। ইব্রাহিম খালেদ ১৯৯৮ থেকে ২০০০ সাল মেয়াদে বাংলাদেশ ব্যাংকের ডেপুটি গভর্নরের দায়িত্ব পালন করেন। ডেপুটি গভর্নর থাকাকালে তিনি

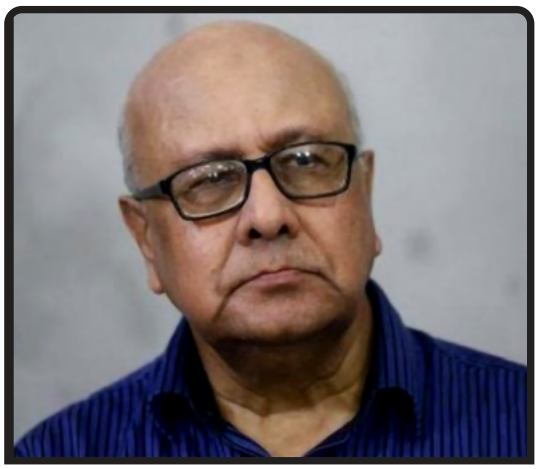

খোন্দকার ইব্রাহিম খালেদ

ইচ্ছাকৃত ঋণখেলাপিদের বিরুদ্ধে দৃঢ় অবস্থান নেন। ২০১০ সালে শেয়ারবাজার ধসের পর সরকার গঠিত তদন্ত কমিটির প্রধান ছিলেন ইব্রাহিম খালেদ। ডেপুটি গভর্নরের দায়িত্ব থেকে অবসর নেওয়ার পর তিনি বেসরকারি পূবালী ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক হিসেবে যোগ দেন। পরবর্তী সময়ে সরকার তাকে কৃষি ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যান নিযুক্ত করে। কৃষি ব্যাংকের চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন শেষে তিনি বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ব্যাংক ম্যানেজমেন্টে অধ্যাপনা শুরু করেন। তিনি দেশের প্রথম সারির পত্রিকাগুলোতে নিয়মিত কলাম লিখতেন যেগুলো পরে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়েছে। তিনি বহু বছর ধরে এবং মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত কচিকাঁচার মেলার কেন্দ্রীয় পরিচালক হিসেবেও দায়িত্ব পালন করে আসছিলেন।

খোন্দকার ইব্রাহিম খালেদ ছিলেন জাতির একজন বিবেক এবং আইকন ব্যাংকার। অগ্রণী ব্যাংকের যাত্রাকালের সকল নীতিমালা প্রণয়নে তার মেধার স্বাক্ষর রয়েছে। অগ্রণী ব্যাংকের ইতিহাস প্রণয়ন ও আরকাইভস গঠন টিমের সদস্য সচিব আল আমিন বিন হাসিম ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং সিইও কর্তৃক প্রদত্ত দায়িত্ব লাভের পর তার শরনাপন্ন হন। এসময়ে খোন্দকার ইব্রাহিম খালেদ তাকে বিভিন্ন তথ্য ও পরামর্শ প্রদান করেন যা অগ্রণী ব্যাংকের ইতিহাস প্রণয়নে দিক নির্দেশনা ও পরম পাথেয় হয়ে থাকবে।

অগ্রণী ব্যাংকের লোগো ডিজাইনার

শিল্পী কামাল আহমেদ পরলোকগমনে

১৯৭২ সালে অগ্রণী ব্যাংকের লোগোর ডিজাইনার এবং ১৯৬৯ এর গণঅভ্যুত্থানকালে জয় বাংলা স্লোগানের অন্যতম লিপিকার শিল্পী কামাল আহমেদ ২৪ জানুয়ারি ২০২১ কানাডার স্থানীয় সময় রাত ১১টা ২০ মিনিটে টরেন্টো শহরের এক নার্সিং হোমে করোনায় আক্রান্ত হয়ে ইন্তেকাল করেছেন (ইন্নালিল্লাহি....রাজিউন)। তিনি ১৯৭২ সালে নবপ্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রীয় বানিজ্যিক ব্যাংক অগ্রণী ব্যাংকের মনোগ্রাম এবং টাইটেল তৈরি সহ পূর্ণাঙ্গ লোগো তৈরির কাজে নিয়োজিত সৃজনশীল টিমের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। টাইটেলে অগ্রণী ব্যাংকের স্লোগান বাংলায় 'দেশ ও জাতির সেবায় প্রতিশ্রুতিবদ্ধ' এবং ইংরেজিতে 'Committed to serve the nation and it's people' কথাটি লেখা রয়েছে। এই আকর্ষনীয় ও দর্শনীয় লোগোটি তৈরি করার দায়িত্ব পেয়েছিল ঢাকার তৎকালীন বিখ্যাত বর্ণালী এডভার্টাজিং যার আর্ট ডিরেক্টর ছিলেন তিনি।

শিল্পী কামাল আহমেদ, অগ্রণী ব্যাংকের লোগো ডিজাইনার

১৯৭২ সালে শিল্পী কামাল আহমেদ কর্তৃক ডিজাইনকৃত অগ্রণী ব্যাংকের লোগো

তিনি ষাট ও সত্তর দশকে পূর্ব পাকিস্তানের সকল প্রগতিশীল আন্দোলনে সম্পৃক্ত থেকে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। একজন গুণী শিল্পী হিসেবে তিনি দেশের বুদ্ধিবৃত্তিক ও সাংস্কৃতিক অঙ্গনে সমধিক পরিচিত ছিলেন। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পূর্ব পাকিস্তানকে স্বাধীন করার লক্ষ্যে কয়েকজন মেধাবী ও নেতৃস্থানীয় যুবনেতাকে নিয়ে অতি গোপনে স্বাধীন বাংলা নিউক্লিয়াস গঠন করেন। এই নিউক্লিয়াস সদস্যদের ঘনিষ্ঠজন হিসেবে বঙ্গবন্ধু তাঁকে বিশ্বের সাড়া জাগানো স্লোগান 'জয় বাংলা'র প্রথম পোস্টারের প্রথম সৃজনী রূপকার শিল্পী হিসেবে নির্বাচন করেন। শিল্পী কামাল আহমেদ দেশের বহু খ্যাতিমান প্রতিষ্ঠানের লোগো ডিজাইনার যেমন- যুবলীগ, বাস্তুহারা সংস্থা, স্বেচ্ছাসেবক লীগ, সোহরাওয়ার্দীর ক্রোড়পত্র, সার্জেন্ট জহুরুল হক স্মরণী, দৈনিক বাংলার বাণী -এর মাস্কহেডিং, ইত্তেফাক গ্রুপের জেনিথ প্রেসের লোগো, আন্তর্জাতিক ফিফা এর সদস্য হিসেবে বাংলাদেশের বিভিন্ন ইভেন্টের ডিজাইন রচনা করেছেন। মৃত্যুর পূর্বে নব্বই উর্ধ্ব এই বরেণ্য শিল্পী কানাডার টরেন্টোতে একটি সেফহোমে বসবাস করছিলেন।

অগ্রণী ব্যাংকের লোগোকার এই গুণী শিল্পীর প্রয়াণে ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং সিইও মোহম্মদ শামস্-উল ইসলাম গভীর শোক প্রকাশ করেছেন এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের সমবেদনা ও সহমর্মিতা জ্ঞাপন করেছেন। শোক বার্তায় মোহম্মদ শামস্-উল ইসলাম ৭ মাস পূর্বে এই দেশবরেণ্য শিল্পীর সাথে অগ্রণী ব্যাংকের লোগো তৈরির পূর্বাপর ঘটনাবলী নিয়ে টেলিফোনিক আলাপের স্মৃতি শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করেন।

অগ্রণী এক্সচেঞ্জ হাউজ কানাডা আইএনসি এর সিইও মো. জসীমউদ্দিন এর মাধ্যমে শিল্পী কামাল আহমেদ এর একটি সাক্ষাৎকার অগ্রণী ব্যাংকের ইতিহাস প্রণয়ন ও আরকাইভস গঠন টিমের সদস্য সচিব আল আমিন বিন হাসিম সংরক্ষণ করে রেখেছেন যা অগ্রণী ব্যাংকের ইতিহাস প্রণয়নে অমূল্য দলিল হিসেবে কাজ করবে বলে তিনি জানিয়েছেন।

প্রাক্তন মহাব্যবস্থাপক নাজির উদ্দিন আহমেদ এর ইন্তেকাল

অগ্রণী ব্যাংকের প্রাক্তন মহাব্যবস্থাপক এবং বাংলাদেশ হাউস বিল্ডিং ফাইনান্স কর্পোরেশন এর অবসরপ্রাপ্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক নাজির উদ্দিন আহমেদ ১৭ জানুয়ারি ২০২১ ঢাকার এভারকেয়ার হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহি.....রাজিউন)। তিনি ১৯৬৩ সালে হাবিব ব্যাংক লিমিটেড-এ প্রবেশনারি অফিসার হিসেবে যোগ দিয়েছিলেন। তার মৃত্যুতে এক শোক বার্তায় অগ্রণী ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং সিইও মোহম্মদ শামস্-উল ইসলাম বলেন, তিনি একজন দক্ষ, নিবেদিত ও পরিশ্রমী নির্বাহী ছিলেন। এ ব্যাংকের উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডে তাঁর উল্লেখযোগ্য অবদান চির ভাস্বর হয়ে থাকবে। তিনি মরহুমের বিদেহী আত্মার মাগফিরাত কামনা এবং তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা ও সহমর্মিতা জ্ঞাপন করেন।

নাজির উদ্দিন আহমেদ পূর্ব পাকিস্তানের হাবিব ব্যাংকে ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা ও রাজশাহী বিভাগের বিভিন্ন শাখা, এরিয়া অফিসে কাজ করেছেন। স্বাধীনতার পরে নবগঠিত অগ্রণী ব্যাংকের পুন:গঠনে এবং ব্যাংকের শাখা বিস্তার ও সমৃদ্ধির লক্ষে তিনি অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিলেন। প্রকৃতপক্ষে ১৯৭২ থেকে তিনি ক্রমান্বয়ে অগ্রণী ব্যাংকের একজন নীতি নির্ধারণীর ভূমিকা পালন করে আসছিলেন। এসময় ব্যাংকের সার্বিক অগ্রগতিতে তার ক্যারিশমাটিক ভূমিকা সর্বজনবিদিত। পারফরম্যান্সের ভিত্তিতে হাবিব ব্যাংকে তিনি সেরা শাখা ব্যবস্থাপক হন। পরবর্তীতে অগ্রণী ব্যাংকেও তিনি সেরা অঞ্চল প্রধানের পুরস্কারে ভূষিত হন। তার প্রস্তাব অনুযায়ী ব্যাংক কর্তৃপক্ষ অগ্রণী ব্যাংকে ২৫ বছর চাকুরী সম্পন্নকারী নির্বাহী, কর্মকর্তা-কর্মচারীদেরকে হোটেল

নাজির উদ্দিন আহমেদ

পূর্বানীতে সংবর্ধনার মাধ্যমে ক্রেস্ট ও সনদ প্রদান করার প্রথা চালু হয়েছিল। এছাড়াও তার প্রস্তাবানুসারে ব্যাংক কর্তৃপক্ষ কর্তৃক কোন গ্রাহক ২৫ বছর অগ্রণী ব্যাংকের সাথে যুক্ত থাকলে তাদেরকেও কলম, ডায়রী ও ফুল দিয়ে সম্মান জানানো হতো। নাজির উদ্দিন আহমেদ পরবর্তীতে অগ্রণী থেকে রূপালী ব্যাংকের উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক হন এবং পরে বাংলাদেশ হাউস বিল্ডিং ফাইনান্স কর্পোরেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক থাকাবস্থায় ১৯৯৮ সালের জুলাই মাসে অবসরে যান।

অগ্রণী ব্যাংকের ইতিহাস প্রণয়ন ও আরকাইভস গঠন টিমের সদস্য সচিব আল আমিন বিন হাসিম কর্তৃক ২০২০ সালের ২৪ আগস্ট তার একটি সুদীর্ঘ সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়। প্রখর স্মৃতি শক্তির অধিকারী নাজির উদ্দিন আহমেদ হাবিব ব্যাংক ও অগ্রণী ব্যাংকের অনেক সোনালী অভিজ্ঞতার কথা তার এই সাক্ষাৎকারে বর্ণনা করেন যা প্রকাশিতব্য অগ্রণী ব্যাংকের ইতিহাস গ্রন্থের মূল্যবান উপজীব্য হয়ে থাকবে।

শোক সংবাদ

এখন প্রতিদিন করোনাভাইরাসে মৃত্যুর সংখ্যা সম্পর্কিত খবর মানুষজনের সংখ্যা বেড়ে চলেছে যা জনমনে ক্রমাগতভাবে আতঙ্ক বাড়িয়ে দিচ্ছে। করোনার আক্রমণে পুরো বিশ্বের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা যেন কার্যত থমকে গেছে। ঘটে চলেছে স্বাভাবিক মৃত্যুও। এ রকম সংকটময় পরিস্থিতির মধ্যেও দেশের অর্থনীতির চাকা সচল রাখতে সম্মুখে থেকে দায়িত্ব পালন করছেন অগ্রণী ব্যাংকের নির্বাহী, কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ। জানুয়ারি থেকে মার্চ ২০২১ পর্যন্ত অনেক অগ্রণীয়ান করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন। করোনা ছাড়াও দুর্ঘটনা সহ স্বাভাবিক মৃত্যুও হয়েছে অনেকের। অগ্রণী ব্যাংকের প্রাক্তন চেয়ারম্যান এইচ টি ইমাম ৩ মার্চ দিনগত রাতে, ব্যবস্থাপনা পরিচালক খোন্দকার ইব্রাহিম খালেদ ২৪ ফেব্রুয়ারি, মহাব্যবস্থাপক নাজির উদ্দিন আহমেদ ১৭ জানুয়ারি ইন্তেকাল করেন। সিলেট হরিপুর গ্যাস ফিল্ড শাখার কর্মকতা মওদুদ আহমেদ কতিপয় দুস্কৃতিকারীর হামলায় আহত হয়ে সিলেট এমএজি ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ২০ ফেব্রুয়ারি ইন্তেকাল করেছেন (ইন্না লিল্লাহি....রাজিউন)। অগ্রণী ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং সিইও বিভিন্ন সময় অগ্রণী ব্যাংকের এসকল আপনজনের মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন।

জানুয়ারি-মার্চ কোয়ার্টারে আমরা যাদেরকে হারিয়েছি

	নাম	পদবী	শাখা	প্রয়াণের তারিখ
১।	মোবাশ্বের উদ্দিন আহমেদ	সিনিয়র অফিসার	পূর্বধলা শাখা, নেত্রকোনা	০২.০১.২০২১
২।	মো. আনোয়ার হোসেন	এ/এ	আঞ্চলিক কার্যালয়, চাঁদপুর	১৮.০১.২০২১
৩।	মোসা. হোসনেয়ারা বেগম	অফিসার	আঞ্চলিক কার্যালয়, বরিশাল	২৯.০১.২০২১
৪।	মওদুদ আহমেদ	অফিসার (ক্যাশ)	হরিপুর গ্যাস ফিল্ড শাখা, সিলেট	২০.০২.২০২১
৫।	আব্দুল কাদের পাটোয়ারী	কেয়ারটেকার-১	আলগী বাজার শাখা, চাঁদপুর	২৮.০৩.২০২১
৬।	জাহাঙ্গীর আলম তালুকদার	সহকারী মহাব্যবস্থাপক	পটিয়া শাখা, চট্টগ্রাম	২৮.০৩.২০২১
৭।	আরফিন জাহান	প্রিন্সিপাল অফিসার	কোর্ট রোড শাখা, নারায়ণগঞ্জ	২৮.০৩.২০২১
৮।	মো. নাজিম উদ্দিন ফারাজি	কেয়ারটেকার-১	কালিরবাজার শাখা, নারায়ণগঞ্জ	২৮.০৩.২০২১
৯।	*মো. আব্দুর রব	সহকারী মহাব্যবস্থাপক	আঞ্চলিক কার্যালয়, রাজশাহী	২৭.১১.২০২০
১০।	*এম এ কালাম	প্রিন্সিপাল অফিসার	ধোলাইর পাড় শাখা	২৩.১২.২০২০
১১।	*মোজাহারুল কুদ্দুস	কেয়ারটেকার-১	ঘোড়াধাপহাট শাখা, বগুড়া	২৩.০৪.২০২০

*তারকা চিহ্নিত নামগুলোর রিপোর্টিং পরে হয়েছে বলে ই-অগ্রণী দর্পণের অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০২০ সংখ্যায় মুদ্রিত ছিল না।

সাহিত্য ও সংস্কৃতি

চির অম্লান মুজিব

শেখ তানভীর মাহমুদ পিয়াস

সে দিনটা ছিলো সুনশান আর নীরবতায় আবরণে মোড়া
রাতের আকাশে কোনও চাঁদ ছিলো না
কিংবা ছিলো- যা হয়তো ঢাকা পড়ে গিয়েছিলো
একরাশ ঘন-কালো মেঘের অন্তরালে।
হয়তোবা প্রকৃতিই সবার আগে বুঝতে পেরেছিলো
কি এক ভয়াবহ অঘটন নেমে আসতে চলেছিলো
বাঙালি জাতির জীবনে।
তাই তো সে শোক পালন শুরু করেছিলো
যা কিনা পুরো জাতিকে পালন করে যেতে হবে জনম জনম ধরে।
এই অকাল প্রস্থানের কারন তো শুধু একটাই-
দেশ এবং দেশের মানুষের প্রতি অকৃত্রিম ভালোবাসা।
যে মানুষটা সারাটা জীবন দেশ এবং দেশের মানুষের কথা ভেবে গেলো,
যার জন্য আমরা পেলাম স্বাধীনতা আর সার্বভৌমত্বের স্বাদ,
যার বদৌলতে বিশ্বের বুকে মাথা তুলে দাঁড়াবার শক্তি অর্জন করলাম
কিন্তু প্রতিদানে স্বপরিবারে তাকেই করলাম নিশ্চিহ্ন!
ভেবে দেখলাম না আমরাএকজন পিতা হারালাম!!
জাতি হিসেবে এর থেকে লজ্জার আর অপমান আর কিই বা হতে পারে?
তার এনে দেয়া স্বাধীনতার আজ সুবর্ণ জয়ন্তীর দ্বারপ্রান্তে,
অথচ সেই তিনিই আজ আমাদের মাঝে নেই।
মাঝে নেই তো কি হয়েছে- আমাদের মনের মণিকোঠায় আছেন তিনি,
যতদিন বাংলাদেশ থাকবে, যতদিন বাঙালি জাতি থাকবে-
ততদিন তিনি থাকবেন প্রতিটি বাঙালির হৃদয়ে চির অমলিন হয়ে।

সিনিয়র অফিসার (আইসিটি), আইটি এন্ড এমআইএস ডিভিশন

স্মৃতির আরকাইভস

স্মৃতিময় অগ্রণী ব্যাংক আরকাইভস থেকে

উৎস: অগ্রণী দর্পণ, এপ্রিল ১৯৮১ সংখ্যা

'অগ্রণী দর্পণ' নামে অগ্রণী ব্যাংকের একটি ঘরোয়া ত্রৈমাসিক পত্রিকা ছিল যা সেপ্টেম্বর ১৯৭৯ থেকে ১৯৯৪ পর্যন্ত নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হয়েছে। অগ্রণী পরিবারে সদস্যদের মধ্যে পারস্পারিক যোগাযোগ বৃদ্ধিসহ চাকুরি ক্ষেত্রে এক মেলবন্ধন তৈরি করেছিল পত্রিকাটি। ব্যাংকের অভ্যন্তরে পত্রিকাটির পাঠকপ্রিয়তা ছিল। সাদা-কালো মুদ্রিত দর্পণের সেই সব সংখ্যার স্মৃতির অ্যালবাম থেকে ধারাবাহিকভাবে কিছু কিছু বিষয় তুলে আনা হবে ই-অগ্রণী দর্পণে। বর্তমান সংখ্যায় অগ্রণী দর্পণ এর ওই সময় প্রকাশিত একুশে ফেব্রুয়ারি ১৯৮১ সালের অনুষ্ঠানের দুটি ছবি পুনঃমুদ্রিত হল। উপরের এবং নিম্নের ছবি দুটি অগ্রণী দর্পণ এর এপ্রিল ১৯৮১ সংখ্যায় প্রকাশিত একুশে ফেব্রুয়ারি উপলক্ষে অগ্রণী ব্যাংক ভবন প্রাঙ্গণে ভাষা আন্দোলনের মহান বীর শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন উপলক্ষে আলোচনা সভার।

অগ্রণী ব্যাংকে একুশে ফেব্রুয়ারি ১৯৮১ আয়োজিত আলোচনা সভায় বামে বসা লুৎফর রহমান সরকার।

উৎস: অগ্রণী দর্পণ, এপ্রিল ১৯৮১ সংখ্যা

ফটো গ্যালারি

অগ্রণী ব্যাংকে ২৫ বছর চাকুরি পূর্তিকারীদেরকে এককালে প্রদত্ত সম্মাননা ক্রেস্ট প্রদান করা হত। ১৯৬৩ সালে হাবিব ব্যাংকে যোগদানকারী আমিনুল ইসলাম কর্তৃক ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং সিইও মোহম্মদ শামস্-উল ইসলামের হাতে উক্ত হস্তান্তর করছেন বামে আইটি এন্ড এমআইএস ডিভিশনের ডিজিএম আফজাল হোসেন এবং ডানে অগ্রণী ব্যাংকের ইতিহাস প্রণয়ন ও আরকাইভস গঠন টিমের সদস্য সচিব আল আমিন বিন হাসিম।

ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং সিইও মোহম্মদ শামস্-উল ইসলাম পান্থপথ শাখায় ঋণ বিতরণ কর্মসূচীতে একজন গ্রাহককে ঋণ বিতরণ করছেন।

নিউমার্কেট শাখায় ঋণ বিতরণ কর্মসূচীতে একজন গ্রাহককে ঋণপত্র বিতরণ করছেন ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং সিইও মোহম্মদ শামস্-উল ইসলাম।

ধন্যবাদ

অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড
Agrani Bank Limited
Committed to serving the nation